NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বিশ্বের কোনও দেশই ভারতকে রুখতে পারবে না রাজনাথ

সাধারণ মানুষের দরবারে বিক্রি হচ্ছে লর্ডসের পিচ! ৭

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৫ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.08.2025, Vol.19, Issue No. 63, 8 Pages, Price 3.00

বিনা নোটিসে কোনও নাম বাদ যাবে না, হলফনামা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: নোটিস না-দিয়ে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না বিহারে। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের হলফনামায় বলা হয়েছে, সে রাজ্যের ভোটার তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার আগে নোটিস ধরানো হবে। সেখানে উল্লেখ থাকবে, কী কারণে ওই নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। হলফনামায় এ-ও বলা হয়েছে যে, সাধারণ ন্যায়বিচারের নীতি মেনেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে এমন কেউ কমিশনকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারবেন এবং নিজের দাবির সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে পারবেন।

চলতি বছরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে সে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য 'বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা' (এসআইআর) চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। গত ১ অগস্ট একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তারা। ওই খসড়া তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এই নিয়ে মামলাও হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। গত ৬ অগস্টের শুনানিতে অন্যতম মামলাকারী পক্ষ অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর তরফে অভিযোগ করা হয়, ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম স্বচ্ছতার সঙ্গে বাদ দেওয়া হয়নি। কী কারণে ওই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হল, তা-ও স্পষ্ট করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন এডিআর-এর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। শীর্ষ আদালতে প্রশান্ত জানান, খসড়া ভোটার তালিকার পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি সব রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয়নি। বুথস্তরের নির্বাচনী আধিকারিক বা বিএলও-রা যথাযথ নথি যাচাই করার আগেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়। তার পরেই এই বিষয়ে কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চায় বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঞা এবং বিচারপতি এনকে সিংহের বেঞ্চ। আগামী ১২ অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আদালতে ওঠা অভিযোগের জবাব দিয়ে কমিশন হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, যাতে বৈধ কোনও ভোটারের নাম বাদ না-যায়, তার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১০ দফায় নথি যাচাইয়ের কাজ হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোকেও শামিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তা ছাড়া মামলাকারী পক্ষের অভিযোগ খারিজ করে কমিশন জানিয়েছে, বিএলও-রা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম সংগ্রহ করেছেন। যাঁদের কাছ থেকে ফর্ম পাওয়া যায়নি, তাঁদের নাম পাঠানো হয়েছে বুথস্তরের এজেন্ট এবং স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। ২০ জুলাই নামের তালিকা দেওয়ার পরে ১ অগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় বলে জানিয়েছে কমিশন। তালিকায় সংযোজন-বিয়োজনের পর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের কাছে নতুন তথ্য ফের তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে এই সংক্রান্ত মামলায় কমিশন হলফনামায় জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে কাদের নাম বাদ পড়েছে, সেটার আলাদা করে তালিকা প্রকাশ করার কোনও নিয়ম নেই। কমিশনের দাবি, কেন নাম বা দেওয়া হয়েছে সেটা জানাতেও বাধ্য নয় তারা। তবে নোটিস না দিয়ে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, বিরোধীদের অভিযোগ, নিবিড় সংশোধনের পর সংশোধিত যে তালিকা নির্বাচন কমিশন তৈরি করেছে, সেটাও ত্রুটিপূর্ণ। তাড়াহুড়োর চক্করে বুথ লেভেল অফিসাররা বহু নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করছেন। ফলে সংশোধিত ভোটার তালিকাও

মেক ইন ইন্ডিয়াতেই সিঁদুর-সাফল্য: মোদী

বেঙ্গালুরু, ১০ অগস্ট: কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন মঞ্চে ফের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বন্দনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'অপারেশন সিঁদুরে আমাদের সেনার তরফে সন্ত্রাসবাদী ও পাকিস্তানকে ধরাশায়ী করার ক্ষমতা গোটা বিশ্ব দেখেছে। এই বিরাট সাফল্যের নেতৃত্বে রয়েছে আমাদের প্রযুক্তি ও মেক ইন ইন্ডিয়া। অপারেশন সিঁদুরে বেঙ্গালুরুর যুবকদের সহযোগিতাও অনেকখানি।' ভারতের অর্থনীতির দ্রুত উত্থান নিয়েও এদিন মন্তব্য করেন মোদী। তিনি বলেন, 'আমরা দ্রুত তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই গতি এসেছে আমাদের কাছে সংস্কার, কর্মক্ষমতা এবং পরিবর্তনের ভাবনা থেকে। আমাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সৎ প্রচেষ্টা থেকে এই গতি এসেছে।'

রবিবার বেঙ্গালুরু সফরে কেএসআর স্টেশন থেকে ৩টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই তিন বন্দে ভারতের গন্তব্য- বেঙ্গালুরু থেকে বেলগাভি, অমৃতসর হয়ে বৈষ্ণোদেবী ও নাগপুর হয়ে পুণে। এছাড়া ২২ হাজার কোটির প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন তিনি। যার মাধ্যমে বেঙ্গালুরু মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন গঠিত হবে। পাশাপাশি, বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় পর্যায়ের মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে ইয়েলো লাইনের মেট্রোয় সফর করেন মোদী। মেট্রো সফরের সময় স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরভি রোড, রাগিগুড্ডা থেকে ইলেকট্রনিক সিটি মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো যাত্রা করেন। আরভি রোড থেকে বোম্মাসান্দ্রা পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটারের এই মেট্রোপথ নির্মাণে খরচ হয়েছে ৭,১৬০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী এদিন বেঙ্গালুরুতে নগর সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন ১৫ হাজার ৬১০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেঙ্গালুরু মেট্রো ফেজ-৩ প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন।

সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন সেরে কর্নাটকবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বেঙ্গালুরু দেশের

অপারেশন সিঁদুরে আমাদের সেনার তরফে সন্ত্রাসবাদী ও পাকিস্তানকে ধরাশায়ী করার ক্ষমতা গোটা বিশ্ব দেখেছে। এই বিরাট সাফল্যের নেতৃত্বে রয়েছে আমাদের প্রযুক্তি ও মেক ইন ইন্ডিয়া। অপারেশন সিঁদুরে বেঙ্গালুরুর যুবকদের সহযোগিতাও অনেকখানি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

অন্যতম বড় শহর। মেক ইন ইন্ডিয়ায় বেঙ্গালুরুর সহযোগিতা আরও বাড়াতে হবে। আমরা তখনই এগিয়ে যেতে পারব যখন আমাদের শহর ফাস্ট ও মর্ডান হবে। আমি আশা করি, কর্নাটকের প্রতিভা আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে নেতৃত্ব দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা রাজ্য সরকার, উভয়ই জনগণের সেবায় নিয়োজিত। আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে এবং আমাদের নাগরিকদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

এদিন ডিজিটাল ভারতেরও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষমতায়ন দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র এবং রাজ্য একজোট হয়ে বিকশিত ভারত গঠনের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করবে। আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে ডিজিটালাইজেশন পৌঁছে গিয়েছে। বিশ্বের রিয়েল টাইম ইউপিআই লেনদেনের ৫০ শতাংশ ভারতে হয়। সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান কমাতে আজ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করতে হবে, নেতৃত্বও দিতে হবে। আমাদের শহরগুলো স্মার্ট, ফাস্ট ও মর্ডান হলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারব।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আজ আরভি রোড থেকে বোম্মাসান্দ্রা পর্যন্ত ইয়েলো লাইন বেঙ্গালুরুর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে সংযুক্ত করবে। যা যাত্রাপথের সময় কমাবে এবং জীবনযাত্রাকে আরও গতিশীল করবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিকশিত ও নতুন ভারতের দিকে যাত্রা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। মোদী বলেছেন, 'ইন্ডিয়া এআই মিশনের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপী এআই নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেমিকন্ডাক্টর মিশন এখন গতি পাচ্ছে। ভারত শীঘ্রই মেড ইন ইন্ডিয়া চিপ পেতে চলেছে। এখন ভারত স্বল্প খরচের, উচ্চ প্রযুক্তির মহাকাশ অভিযানের একটি বিশ্বব্যাপী উদাহরণ হয়ে উঠেছে।' মোদী আরও বলেছেন, 'বর্তমান অর্জনের মধ্যে, আমাদের পরবর্তী বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত- টেক আত্মনির্ভর ভারত। ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সারা বিশ্বে তাদের ছাপ রেখে গিয়েছে। আমরা সারা বিশ্বের জন্য সফটওয়্যার এবং পণ্য তৈরি করেছি।'

ইয়েলো লাইনের মেট্রো সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

দাবার চালেই কিস্তিমাত, বার্তা সেনাপ্রধানের

চেন্নাই, ১০ অগস্ট: প্রতিপক্ষের চাল কী হবে জানা ছিল না, কিছুটা দাবার চালের মতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিস্তিমাত করেছিল ভারতই। সম্প্রতি আইআইটি মাদ্রাজের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেই বিষয়ে রবিবার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেনার তরফে। উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরে আমরা দাবা খেলেছি। আমরা জানতাম না শত্রুর আগামী চাল কী হতে চলেছে এবং আমরা পালটা কী করব।'

তিনি জানিয়েছেন, এটি আর পাঁচটা গতানুগতিক সামরিক অভিযানের থেকে অনেকটা আলাদা ছিল। যেটাকে 'গ্রে জোন' বলে উল্লেখ করেছেন সেনাপ্রধান। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পুরো শক্তি প্রয়োগ না করে

শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার একটা রণকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। যা অনেকটা দাবা খেলার মতোই। যেখানে বিপরীতে থাকা খেলোয়াড়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, তা নিয়ে কোনও রকম আগাম বার্তা থাকে না। এত ঝুঁকির মধ্যেও শত্রুপক্ষকে (পাকিস্তান) বাজিমাত করতে দেওয়া হয়নি। বরং নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর হামলা চালানো হয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর' নামই গোটা দেশকে জুড়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, দেশবাসীর মধ্যে একটা শক্তির সঞ্চার করেছে। 'সিঁদুর' শব্দটার মধ্যে এতটাই ক্ষমতা।

প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোররাতে অপারেশন চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এর পর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের অন্তত একাধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের আর্জিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি।

হাসপাতাল থেকে ফিরলেন অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে আহত আরজি করের নির্যাতিতার মা রবিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। অ্যাম্বুল্যান্সে করে বাড়ি ফেরেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন নির্যাতিতার বাবা এবং পরিবারের অন্য সদস্যেরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আপাতত তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। কপালের চোট লাগা জায়গায় ফোলা ভাব কমেছে। অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে নির্যাতিতার মাকে পরে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। চিকিৎসকরা দু'দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলবে। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও, ঘাড়ে ব্যথা ও মানসিক আঘাত রয়ে গিয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিনি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটাচলা ও খাবার গ্রহণ করতে পারছেন। কোনও গুরুতর উপসর্গ নেই। নিউরোলজি ও জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণের পর বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন। পরিবারের ইচ্ছায় রাতে তিনি হাসপাতালেই ছিলেন। ভবিষ্যতে কল্যাণী এইমসে তাঁকে স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন পরে হাসপাতালের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, নির্যাতিতার মা রাতে ভালো ভাবে ঘুমিয়েছেন। মাথা ধরার মতো কোনও সমস্যা তাঁর নেই। সকালে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই হাঁটেন তিনি। রবিবার সকালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের একটি দল নির্যাতিতার মাকে দেখে যায়। যদিও হাসপাতালের রিপোর্টে 'পুলিশের মারের' বিষয়টির উল্লেখ না-থাকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন নির্যাতিতার বাবা।

রবিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি অভিযোগ করেন, 'প্রথমে নিউরো বিশেষজ্ঞ ভর্তি রাখার পরামর্শ দিলেও, রাজনৈতিক চাপের কারণে পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে চিকিৎসার প্রস্তাবও দেন তিনি। ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসার দাবি জানান। অন্য দিকে, পরিবারের আবেদন, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া যেন দ্রুত এগোয়।

শনিবার আরজি কর-কাণ্ডের এক বছরের মাথায় মেয়ের ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন নিহত চিকিৎসকের মা-বাবা। নবান্ন অভিযানে বিজেপি নেতা এবং কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ নির্যাতিতার মায়ের গায়েও হাত তোলে বলে অভিযোগ। মহিলা জানান, তাঁর কপাল এবং পিঠে আঘাত লেগেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, পুলিশ ওই মহিলাকে মারধর করেছে। ধাক্কাধাক্কি করেছে নির্যাতিতার বাবাকেও। শনিবার দুপুরেই নিহত চিকিৎসকের মাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে।

রবিবার সকালে নির্যাতিতার বাবা অভিযোগ করেছিলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের 'চাপে' রোগীকে ভর্তি নিতে চাননি। তবে এই প্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, জখম স্ত্রীকে কলকাতার বাইপাসের ধারে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। চিকিৎসা করা হলেও, তাঁর স্ত্রীকে ভর্তি নেয়নি সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল। নেপথ্যে রাজ্য সরকারের 'চাপ' ছিল বলে দাবি করলেন তিনি। তিনি বলেন, 'শনিবার থেকে আজ (রবিবার) পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চলছে (স্ত্রীর)। চিকিৎসা শুরু হলেও ওঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি।' তিনি জানান, বর্তমানে স্ত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি জানান, দুপুরেই হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, 'ডাক্তারেরা মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছেন, রোগী 'আউট অফ ডেঞ্জার' (বিপন্মুক্ত)। সেই জন্য আমরা বলেছি, হাসপাতালে থাকা তো অসুবিধার, আমরা আর হাসপাতালে থাকব না। দুপুরের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাব।' প্রৌঢ় আরও বলেন, 'আমাদের সঙ্গে ডাক্তারেরা তো সব সময়ই যোগাযোগ রাখছেন। চিকিৎসার কোনও অসুবিধা হবে না।'

'জনগণ সব বোঝে', কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্ট। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দু'টি ছবি একসঙ্গে শেয়ার করেন তিনি। সঙ্গে ছোট্ট, কিন্তু কটাক্ষভরা বার্তা- 'জনগণ সব বোঝে'।

দেখা গিয়েছে, ছবির একপাশে রয়েছেন শনিবার নবান্ন অভিযানে অংশ নেওয়া 'অভয়ার মা'। আন্দোলনের সময় তাঁর কপালে ফুলে ওঠা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্য পাশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, যেখানে তাঁর কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

রাজনৈতিক মহলে এই পোস্ট নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, শুভেন্দু এই তুলনার মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন, সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলেছেন কোনটি আসল আঘাত, আর কোনটি রাজনৈতিক নাটক।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যদিও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে বিজেপি শিবিরে এই পোস্টকে রাজনৈতিক আক্রমণের কার্যকর অস্ত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে।

লাঠিচার্জেই কি আহত নির্যাতিতার মা, 'দুঃখজনক' ঘটনার তদন্ত নগরপালের

সাতটি এফআইআর দায়ের পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে রবিবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এটা দুঃখজনক ঘটনা, যা হওয়া উচিত ছিল না। পুলিশি লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন কি না, তা তদন্তের বিষয়।' তিনি আরও জানান, ঘটনার সমস্ত ফুটেজ, সিসিটিভি, ড্রোন এবং বডি ক্যামেরার রেকর্ড সংগ্রহ করে পুলিশ তদন্ত করছে। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া জাতীয় পতাকার অবমাননার ঘটনাও তদন্তাধীন। নগরপাল জানিয়েছেন, সব দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত ও সুষ্ঠু তদন্ত শেষ করা হবে। যদি নির্যাতিতার পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের না হয়, সে ক্ষেত্রেও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হবে। তবে পুলিশ কমিশনারের এই মন্তব্যের পর আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কমিশনার মুখে 'দুঃখজনক' বলেছেন, কিন্তু মুখে বললেই হবে

না। কলকাতা পুলিশ তৃণমূলের দলদাস হয়ে উঠেছে। আমরা সঠিক বিচার চাই। সহানুভূতির (পুলিশের) প্রয়োজন নেই।'

রবিবার সকালে নবান্ন অভিযানে জখম পুলিশকর্মীদের এসএসকেএমে দেখতে গিয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, নির্যাতিতার মা জখম হয়েছেন বলে যে অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে, তার তদন্ত হবে। যদি মহিলার গায়ে হাত তোলা হয়ে থাকে, তবে সেই কাজ কারা করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর কথায়, 'ওঁকে মারধর করা হয়েছে, এই অভিযোগ সত্যি না মিথ্যা, তা খতিয়ে দেখা হবে।" সে ক্ষেত্রে নির্যাতিতার মা যদি অভিযোগ করতে চান, পুলিশ কি হাসপাতালে যাবে তাঁর অভিযোগ নিতে? এই প্রশ্নের জবাবে কলকাতার নগরপাল বলেন, 'অভিযোগ যদি আসে, অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে। অভিযোগ যদি না-ও পাই, আমরা (কলকাতা পুলিশ) স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তদন্ত করব। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মনোজ ভার্মা জানান, শনিবারের ঘটনায় ইতিমধ্যে সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে। যাঁরা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছেন, পুলিশের ওপর আঘাত হেনেছেন এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লালবাজার সূত্রে খবর, বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা, অগ্নিমিত্রা পাল এবং বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর নাম রয়েছে এফআইআরে। অভিযোগ, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের বাধাদান এবং তাঁদের হুমকি দিয়েছেন অভিযুক্ত নেতারা। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, নবান্ন অভিযানের সময় আহত হয়েছেন মোট পাঁচ পুলিশকর্মী।

কমিশন ঘেরাও

■ **এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছে বিরোধী শিবির। বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের ওপর আক্রমণের অভিযোগের আবহে কমিশন ঘেরাও কর্মসূচিতেও ভাষার বৈচিত্র্য তুলে ধরতে চাইছে বিরোধীরা। সূত্রের খবর, বাংলা, ইংরেজি, তামিল, মরাঠি, মালয়ালি, হিন্দি, এই সমস্ত ভাষায় প্ল্যাকার্ড থাকবে বিরোধী সাংসদদের হাতে।**

গ্রেপ্তার বিভাস

■ **নিয়োগ দুর্নীতিতে শিরোনামে উঠে আসা বীরভূমের বিভাস অধিকারী এবার ধরা পড়লেন নয়ডায়। অভিযোগ, স্থানীয় সেক্টর ৭০-এর একটি ভাড়া বাড়িকে সাজানো হয়েছিল 'পুলিশ স্টেশন'-এর মতো করে। নাম ছিল- ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন। বাইরে ঝোলানো বোর্ড, ভেতরে টেবিল-চেয়ার, সিলমোহর, সরকারি নথি- সব মিলিয়ে যেন অফিসিয়াল পরিবেশ।**

ট্রাকের বলি ৩

■ **রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল তিন জনের। জখম বেশ কয়েক জন। শনিবার গভীর রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সিদ্ধা বাজারে এই দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আগুয়ান একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের ফুটপাথে উঠে পড়ে। ট্রাকের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যায় বেশ কয়েকটি দোকান।**

বঙ্গবাসীকে রেলের উপহার, রবি থেকে শুরু হল বাণিজ্যিক যাত্রা

শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত এয়ার কন্ডিশনড ইএমইউ ট্রেন পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক নগরাঞ্চল ট্রেনযাত্রার নতুন অধ্যায় শুরু হল। রবিবার শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এয়ার কন্ডিশনড ইএমইউ (ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করেন সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী (শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বোত্তর উন্নয়ন), এবং শান্তনু ঠাকুর, কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী (বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ)। উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, সংসদ সদস্য, জগন্নাথ সরকার, সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকার, শিয়ালদহ বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা ও পূর্ব রেলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকার তার স্বাগত ভাষণে জানান, পূর্ব ভারতে এটি প্রথমবারের মতো চালু হওয়া এয়ার কন্ডিশনড ইএমইউ ট্রেন। রানাঘাট-শিয়ালদহ রুটে সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে চলবে এই ট্রেন, যাত্রীর আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করবে।

সংসদ সদস্য জগন্নাথ সরকার যাত্রীদের মাসিক টিকিট কেনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এমন আধুনিক এয়ার কন্ডিশনড পরিষেবাকে সক্রিয় ভাবে ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে আরো এমন ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। সংসদ সদস্য শমীক ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের রেল যোগাযোগ ও পরিকাঠামোর সর্বগ্রাহ উন্নয়নে কাজ করছে, এবং শিয়ালদহ থেকে এয়ার কন্ডিশনড ইএমইউ চালু করাই তার অংশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যাঁদের উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু হল এবং যাত্রীদের যাত্রা আরামদায়ক হল। শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বোত্তর উন্নয়ন মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, পূর্ব রেলওয়ে প্রথমবারের মতো শিয়ালদহ-রানাঘাট রুটে এই ঐতিহাসিক এয়ার কন্ডিশনড লোকাল চালু করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন রেল বাজেট বৃদ্ধি, 'অমৃত ভারত স্টেশন' উন্নয়ন ও 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' উদ্যোগ স্থানীয় কারিগর ও শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১২ কোচ বিশিষ্ট আধুনিক তিন-ফেজ, আন্ডারস্লাং টাইপ এয়ার কন্ডিশনড ইএমইউ ট্রেনটি উচ্চমানের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করবে। প্রতিটি কোচে রয়েছে দ্বৈত ১৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন রুফ মাউন্টেড কুলিং ইউনিট, প্রশস্ত ডাবল সিল করা কাচের জানালা ও প্রশস্ত ভেস্টিবিউল গ্যাংওয়ে। ১, ১০০ এরও বেশি যাত্রী আসনক্ষম এই ট্রেনে স্টেইনলেস স্টিলের তিন সিটের সজ্জা ও অ্যালুমিনিয়াম মোডুলার লাগেজ র‍্যাক আছে। প্রতিটি কোচে চারটি স্বয়ংক্রিয়, বৈদ্যুতিক স্লাইডিং দরজা, সিসিটিভি ক্যামেরা, জিপিএস ভিত্তিক এলইডি যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা ও জরুরি আলার্ম ব্যবস্থাও রয়েছে। দুই প্রান্তে বিশেষ মহিলা কোচ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও আরাম নিশ্চিত করবে।

পরিষেবার বাণিজ্যিক যাত্রা আজ থেকে শুরু হবে। সকাল ৮টা ২৯ মিনিটে রানাঘাট থেকে সিড়িয়াল রওনা দেবে ট্রেনটি, সকাল ১০টা ১০ মিনিটে পৌঁছবে। সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে সিড়িয়াল থেকে রওনা দিয়ে রাত ৮টা ৩২ মিনিটে রানাঘাট পৌঁছবে। ট্রেনটি বিধাননগর রোড, দমদম জংশন, সোদপুর, খড়দা, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী ও চাকদা স্টেশনে থামবে। পুরো যাত্রার ভাড়া সর্বনিম্ন ৩৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

আজকের উদ্বোধন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের নগরাঞ্চল রেল যোগাযোগে আরাম, আধুনিকতা ও নিরাপত্তার নতুন অধ্যায় সূচিত করল। এটি রেলের অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর চলাচল ও যাত্রীদের জীবনমান বৃদ্ধির প্রতি অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

নাম -পদবী

গত 05/08/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 4471 নং এফিডেভিট বলে আমি Dola Ghosh W/o. Rabin Ghosh R/o. Kulut, Somserpur, Tarakeswar, Hooghly-712410, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের আধার কার্ডে পুত্রের সঠিক নাম Rudra Ghosh S/o. Rabin Ghosh-এর পরিবর্তে Ayan Ghosh S/o. Rabin Ghosh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Rudra Ghosh S/o. Rabin Ghosh ও Ayan Ghosh S/o. Rabin Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে ভাজনঘাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির BOD Election 2025 -এর জন্য খসড়া Voter তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। যার জন্য দাবী ও আপত্তি পেশ করার তারিখ ১৩-০৮-২০২৫ ও ১৪-০৮-২০২৫ সমিতির অফিসিয়াল সময়ে এবং শুনানি হবে ১৮-০৮-২০২৫- বেলা ১১ টায়। এর পরবর্তীতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই আগস্ট , ২৫ শে শ্রাবন , শেষ সোমবার। দ্বীতীয়া তিথি । জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র ও, বিংশোত্তোরী ও রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ বেলা ১১/৪৪ পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শ্রাবণের শেষ সোমবার, শতভীষা নক্ষত্র। বীর বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসু র শহীদ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজ থেকে যাত্রীদের সুবিধায় বেশি মেট্রো পরিষেবা, এগোল সময়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! আজ থেকে একাধিক রুটে বাড়ছে মেট্রো পরিষেবা ও সময়সূচি। কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাইন-২ এবং পার্পল লাইনে যাত্রী চাহিদা মেটাতে ট্রেন সংখ্যা ও পরিষেবা সময় দুটোই বাড়ানো হচ্ছে।

গ্রিন লাইন-১
নতুন পরিষেবা সংখ্যা ১০৮ (৫৪ আপ ও ৫৪ ডাউন)
বর্তমান পরিষেবা সংখ্যা ১০৬ (৫৩ আপ ও ৫৩ ডাউন)
পরিষেবা দিন সোমবার থেকে শনিবার (রবিবার পরিষেবা থাকবে না)
নতুন সময়সূচি সকাল ৬টা ৩৫ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত (আগে ছিল সকাল ৬টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ১০টা)
প্রথম ট্রেন
সকাল ৬টা ৩৫ মিনিট; শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ
সকাল ৬টা ৪০ মিনিট; সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ
শেষ ট্রেন
রাত ৯টা ৩৫ মিনিট; শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ
রাত ৯টা ৪০ মিনিট; সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ

গ্রিন লাইন-২
নতুন পরিষেবা সংখ্যা ১৩৪ (৬৭ আপ ও ৬৭ ডাউন)
বর্তমান পরিষেবা সংখ্যা ১৩০ (৬৫ আপ ও ৬৫ ডাউন)
পরিষেবা দিন সোমবার থেকে রবিবার (স্বাভাবিক নিয়মে)
নতুন সময়সূচি সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫৩ মিনিট (আগে ছিল সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা ৫৩ মিনিট)
প্রথম ট্রেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট; হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট; এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান
শেষ ট্রেন
রাত ৯টা ৪৫ মিনিট; হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড
রাত ৯টা ৪৫ মিনিট; এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান

পার্পল লাইন
নতুন পরিষেবা সংখ্যা ৮০ (৪০ আপ ও ৪০ ডাউন)
বর্তমান পরিষেবা সংখ্যা ৭২ (৩৬ আপ ও ৩৬ ডাউন)
পরিষেবা দিন সোমবার থেকে শুক্রবার (শনিবার ও রবিবার পরিষেবা থাকবে না)
নতুন সময়সূচি সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে রাত ৯টা ১৪ মিনিট (আগে ছিল সকাল ৭টা ৫৭ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩২ মিনিট)
প্রথম ট্রেন
সকাল ৬টা ৫০ মিনিট; জোকা থেকে মাঝেরহাট
সকাল ৭টা ১৪ মিনিট ; মাঝেরহাট থেকে জোকা
শেষ ট্রেন
রাত ৮টা ৩৬ মিনিট ; জোকা থেকে মাঝেরহাট
রাত ৮টা ৫৭ মিনিট ; মাঝেরহাট থেকে জোকা

মেট্রো কর্তৃপক্ষের আশা, এই পরিবর্তনের ফলে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রী;সবাই উপকৃত হবেন।

নৈহাটি শিল্পতালুক শ্মশানে পরিণত হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একটা সময় মিল, কলকারখানার বাঁশিতে ঘুম ভাঙত নৈহাটি-গৌরীপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের। তবে আজ সবই অতীত। নৈহাটি-গৌরীপুর শিল্পতালুক শ্মশানে পরিণত হয়েছে। রবিবার রাতে গৌরীপুর চৌমাথায় নারী নির্যাতন-সহ একাধিক ইস্যুতে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, সিসি কোম্পানি, রং কারখানা, গৌরীপুর জুটমিল-সহ একাধিক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মিল ও কলকারখানার যন্ত্রাংশ লুট হয়ে গিয়েছে। বন্ধ মিল ও কলকারখানার মাটি পর্যন্ত বেঁচে দিয়েছে শাসকদলের লোকজন। তাঁর দাবি, বীজপুর থেকে শুরু করে বরানগর পর্যন্ত ৫৬ টি কারখানা আজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ কারখানার খোলার জন্য তৃণমূল সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। তাঁর বক্তব্য, সরকার ডিএ দিতে পারছেন না,

অথচ পাড়ার পাড়ায় সমাধান প্রকল্প চালু করেছে। তাঁর অভিযোগ, পাড়ার পাড়ায় সমাধানের নামে মমতা ব্যানার্জি ভোটের খরচ বাবদ আট হাজার কোটি টাকা তুলবেন। এদিন তিনি আরও বলেন, ২০২১ সালের নির্বাচনের সময় স্লোগান ছিল বাংলা বাংলার মেয়েকে চায়। ভোটে জেতার পর দেখা গেল বাংলায় সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে মহিলাদের ওপর। এখন তৃণমূল তো তৃণমূলকে মারছে। আসলে বাংলা থেকে তৃণমূলের যাওয়ার সময় এসে গেছে। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন নৈহাটি-১ মণ্ডল সভাপতি বিনোদ সিং, রবি শঙ্কর সিং, সৌম্যদীপ মোদক, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

নাম বদলের বিতর্কে শিয়ালদহ স্টেশন, রাজনৈতিক দাবির নতুন অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকালবেলায় শিয়ালদহ স্টেশন আগের মতোই গমগম করছে। প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ট্রেন, ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে যাত্রী। এই কোলাহলের মাঝেই রবিবারের অনুষ্ঠানে ছড়াল এক নতুন সুর; স্টেশনের নাম পাল্টানোর প্রস্তাব। শিয়ালদহ থেকে রানাঘাটগামী নতুন এসি লোকাল উদ্বোধন করতে এসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানালেন, তাঁর মতে এই স্টেশনের নাম হওয়া উচিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে। কারণ? পশ্চিমবঙ্গের জন্মলগ্নে তাঁর ভূমিকা, উদ্বাস্তু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইতিহাস; এসবই সুকান্তের যুক্তি।

অনুষ্ঠানে ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরও। সুকান্ত সরাসরি বললেন, রাজ্য সরকার যদি প্রস্তাব পাঠায়, রেল তা বিবেচনা করবে। মুখ্যমন্ত্রীও শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান; তাহলে নাম বদল করায় আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

এ প্রথম নয়। এর আগে, গত বছরের অক্টোবর মাসে, রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য একই দাবি তুলেছিলেন রেলমন্ত্রীর সামনে। দেশভাগের ভয়াবহ দিনগুলিতে শিয়ালদহ হয়ে হাজারো উদ্বাস্তু কলকাতায় প্রবেশ করেছিলেন; এই ইতিহাসের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের নাম জড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি তাঁর। কিন্তু শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস একেবারেই ভিন্ন সুরে কথা বলছে। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী জানান, শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনের সরাসরি যোগ নেই।

বেসরকারি হাসপাতালের রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন অভয়ার বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চিকিৎসক মেয়ের নৃশংস হত্যার ন্যায় বিচার চেয়ে শনিবার নবান্ন অভিযানে সামিল হয়েছিলেন অভয়ার বাবা-মা। কিন্তু সেই অভিযানেই পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথায় গুরুতর চোট পান অভয়ার মা। কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় অভয়ার মা-কে। রবিবার দুপুরের দিকে তিনি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। তবে ওই বেসরকারি হাসপাতালের রিপোর্ট নিয়ে সন্তুষ্ট নন অভয়ার বাবা। অভয়ার মা পানিহাটির বাড়িতে ফিরে আসার পর সাংবাদ মাধ্যমের কাছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন অভয়ার বাবা। তিনি জানান, হাসপাতালের রিপোর্টে তাঁরা খুশি নন। তাঁর দাবি, হাসপাতালের দেওয়া শনিবারের রিপোর্ট এবং আজকের রিপোর্টের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। অভয়ার বাবার অভিযোগ, হাসপাতালের মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ র‍্যালিতে দুর্ঘটনায় নাকি আহত হয়েছেন। কিন্তু শনিবারের মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ ছিল, পুলিশের মারে ঘটনা ঘটেছে। অভয়ার বাবা জানান, হাসপাতালের মেডিক্যাল রিপোর্টে পরিবর্তন থাকায়, তিনি সেই রিপোর্ট ফিরিয়ে দিয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে ঠিকঠাক করে পরে রিপোর্ট দেবে। অভয়ার বাবা সাফ জানিয়ে দেন, পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে মেইল করে তিনি এফআইআর দায়ের করবেন। পাশাপাশি আজ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে তাঁরা বিষয়টি জানাবেন।

ভুয়ো থানার ফাঁদ নয়ডায়, গ্রেপ্তার বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক বিতর্কে বহুবার শিরোনামে উঠে আসা বীরভূমের বিভাস অধিকারী এবার ধরা পড়লেন নয়ডায়, তাও এক অভিনব প্রতারণা কাণ্ডে। অভিযোগ, স্থানীয় সেক্টর ৭০-এর একটি ভাড়া বাড়িকে সাজানো হয়েছিল 'পুলিশ স্টেশন'-এর মতো করে, নাম দেওয়া হয়েছিল; ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন। বাইরে ঝোলানো বোর্ড, ভেতরে টেবিল-চেয়ার, শিলমোহর, সরকারি কাগজের মতো দেখতে নথি। সব মিলিয়ে যেন একেবারে অফিসিয়াল পরিবেশ। কিন্তু আসলে সেটাই ছিল প্রতারণার আখড়া। শনিবার গভীর রাতে নয়ডা পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে বিভাস, তাঁর ছেলে অর্ঘ্য অধিকারী এবং আরও চার জন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাকে; বাবুলচন্দ্র মণ্ডল, পিন্টু পাল, সমাপদ মাল ও আশিস কুমার। সেখান থেকে পাওয়া যায় নগদ ৪২ হাজার টাকারও বেশি, একাধিক মোবাইল, চেকবই, ১৬টি রাবার স্ট্যাম্প, জাল আইডি কার্ড, লেটারহেড, শংসাপত্র, এটিএম কার্ড ও নানা দপ্তরের ভুয়ো নথি।

পুলিশ জানায়, খুব বেশি দিন আগে এই প্রতারণা চক্র গড়ে ওঠেনি; মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অফিস সাজানো হয়, আর দশ দিন আগে লাগানো হয় 'থানা'র বোর্ড। নিজেদের সরকারি পদে কর্মরত বলে দাবি করত তারা, এমনকী ইন্টারপোল ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথাও শোনাত, এমন সব দাবি ও জাল কাগজপত্র দেখিয়ে চলত অর্থ আদায়ের কারবার।

বিভাসের অতীত রাজনীতিও কম চর্চিত নয়। নলহাটি-২ ব্লকে তৃণমূল সভাপতি থাকা অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতি পান তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কুন্তল ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর নাম আসে আলোচনায়। অনুব্রত মণ্ডলের গরু পাচার মামলায় গ্রেপ্তারের পর তৃণমূল ছাড়েন বিভাস, পরে 'অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা' নামে নতুন দলও গঠন করেন।

বর্তমানে নয়ডায় বসবাস করছিলেন তিনি। এখন ভারতীয় দণ্ডবিধি ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে আদালতের নির্দেশে তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

শুশুনিয়ার জল নিয়ে হেঁটে হর-পার্বতী যাচ্ছেন বিবড়দা, কৌতূহলী মানুষের ভিড়

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় • বাঁকুড়া

মহাদেব ও পার্বতীকে রবিবার দেখা গেল মর্তে। তাও আবার বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্না থেকে জল ভরতে কলসিতে ভক্তদের সঙ্গে। ভক্ত ও সাধারণ মানুষের কৌতূহলী চোখ ছিল তাদের দিকে। মহাদেব ও পার্বতী জানান যে শুশুনিয়া পাহাড় থেকে জল নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে রাস্তায় হেঁটে জেলার তালড্যাংরা ব্লকের বিবড়দা গ্রাম যাচ্ছেন। ওখানে একটি মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালবেন তারা। আজ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। শিবের মাথায় জল ঢালার শেষ দিন। তাই রবিবার জল সংগ্রহের জন্য ভক্তদের ঢল নামে শুশুনিয়া পাহাড়ে। তাদের মধ্যেই হর- পার্বতীকে লাইন দিয়ে ঝর্নার জল সংগ্রহ করতে দেখা যায়। তালড্যাংরার বিবড়দা গ্রাম থেকে শিব পার্বতী সেজে শুশুনিয়া এসেছিলেন মোদক দম্পতি। বাঁকুড়া লালবাজার থেকে আসা দম্পতি নন্দলাল বরাট ও অনিতা বরাট, আঁচুড়ি থেকে আসা অমল আঠা ও কুচন আঠা জানান, শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে শুশুনিয়ায় জল নিতে এসে হর-পার্বতীর প্রতীক তারা দেখতে পেলেন। এটা তাদের কাছে অতিরিক্ত পাওনা। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে এখানেই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সঙ্গে আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সাফল্য। এই ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা শুশুনিয়া পাহাড়ে জল সংগ্রহ করতে আসা শিব ভক্তদের গাছের ডালপালা না ভাঙার জন্য গান, নাচ ও নাটকে শ্রাবণ মাসের শুরু থেকে অনুরোধ করে আসছেন। এই হর-পার্বতী কলসি

ঢাকা দেওয়ার জন্য গাছের ডাল পালা ভাঙেননি এবং অন্যদেরও না ভাঙতে অনুরোধ জানান।

এপ্রেক্ষিতে, শিব ভক্তরা ঝর্নার জল কলসিতে ধরে গাছের পাতা-সহ ডাল ভেঙে তা ঢাকা দিয়ে বাঁকে করে নিয়ে যান বিভিন্ন শিব মন্দিরে। এতে পাহাড়ের গাছগুলি ন্যাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে শিবের মাথায় জল ঢালার পর সেই ডালপালা জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এতে জলদূষণ ঘটে। রবিবারেও এই ফেস্টিভ্যালের ২৪ জন শিল্পীকে গান ও নাটকে প্রচার চালাতে দেখা যায়। এদিকে এই হর-পার্বতীকে দেখতে কৌতূহলী মানুষের ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

মোবাইলে তাদের ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এই পার্বতী রিঙ্কু লাহা মোদক জানান যে তার স্বামী এই শিব শ্যামাপদ মোদক চাইছিলেন এবার এই বেশে তিনিও যেন শুশুনিয়ায় জল সংগ্রহে আসেন। এখানে এভাবে এসে সকলের যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখেছেন তাতে তিনি এভাবেই আগামী বছরগুলিতেও আসতে চান।

কোচবিহারে প্রধানের ছেলে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: ডোডেয়ারহাটে বন্ধুদের সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে দুষ্কৃতীর গুলিতে শনিবার খুন হন তৃণমূলের প্রধানের ছেলে অমর রায়। তিনি ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুন্তলা রায়ের ছেলে। ভরা বাজারে এই খুনের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা দোকানপাট বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ডাওয়াগুড়ির বাসিন্দারা। রবিবার ডাওয়াগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে তৃণমূলের তরফে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। সেখানে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব, সাংসদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পর থেকেই ডোডেয়ারহাট এবং ডাওয়াগুড়ি এলাকায় কার্যত থমথমে পরিস্থিতি। জানা গেছে, এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে।

উল্লেখ্য, শনিবার কোচবিহার-২ ব্লকের ডোডেয়ারহাটে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন অমর-সহ পাঁচ বন্ধু। সেই সময় বাইকে করে এসে হেলমেট পরা অবস্থায় দুষ্কৃতীরা তাঁদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অমর। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে আটক করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

‘জাতীয় পতাকার অপমান মানবে না হিন্দুস্তান’

কমিশনার-সহ কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘নবান্ন চলো’ কর্মসূচিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার তার সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও পোস্ট করে সরাসরি কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননা করার অভিযোগ তোলেন। তিনি লেখেন, শনিবারের আন্দোলনে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মার নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ করা হয় এবং সেই সময় জাতীয় পতাকাকে অপমান করা হয়। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, আন্দোলনকারীরা পতাকা সসম্মানে তুলতে গেলে তাঁদের চিহ্নিত করে পুলিশ মারধর করে।

শুভেন্দুর স্পষ্ট অভিযোগ, জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়ে গেলে এক দেশপ্রেমিক আন্দোলনকারী তা তুলে নিতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং তাকে লক্ষ্য করে লাঠিচার্জ চালায়। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনাকে ‘দেশবিরোধী ও নিন্দনীয়’ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, ‘মনোজ বর্মা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন পুলিশ শুধু নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের আক্রমণই করেনি, জাতীয় পতাকার মর্যাদাকেও পদদলিত করেছে।’

এদিকে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার জন্য দায়ী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ও কমিশনার মনোজ বর্মার নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিজেপি জানিয়েছে, দোষীদের কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। শেষে তিনি লেখেন, জাতীয় পতাকার অপমান মানবে না হিন্দুস্তান। এই ঘটনায় বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে গিয়েই জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে।

সিপিএমের মুখপত্রে পরিণত অভয়া মঞ্চ, বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিতার বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভয়া মঞ্চকে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ, সরব নির্যাতিতার বাবা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন মামলার প্রতিবাদে গঠিত অভয়া মঞ্চকে ঘিরে নতুন বিতর্ক। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, সংগঠনটি সিপিএমের হয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করছে।

শনিবার নবান্ন অভিযানে যোগ দিতে গিয়ে আহত হন নির্যাতিতার মা। তাঁকে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আপাতত তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। কপালের চোট লাগা জায়গায় ফোলা ভাব কমেছে। অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে নির্যাতিতার মাকে পরে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। সমস্ত চিকিৎসার পর রবিবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং তাঁকে বাড়িতে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার বাবা জানান, নবান্ন অভিযানের আগে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, সিপিএম সরাসরি জানিয়েছে অভয়া মঞ্চ ও চিকিৎসক আন্দোলনের পরিচালনা তারাই করে। অন্যদিকে, এসইউসিআই জানিয়েছে তারা কেবল জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করবে।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি এই কর্মসূচিতে বড় সংখ্যায় যোগ দিলেও, সিপিএম বা তাদের নেতাদের তিনি মিছিলে দেখেননি। বরং তৃণমূলের কয়েকজন মহিলা সেখানে হেঁটেছেন। পুলিশের ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর কপালে চোট লাগে বলে অভিযোগ তাঁর। এই মন্তব্যে অভয়া মঞ্চ ও বাম শিবিরের রাজনীতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

মমতার কুশাসন এবার শেষের পথে: প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ‘অনেক অহংকারী শাসন যেমন, মোঘল, ব্রিটিশ এবং তালিবানি শাসন শেষ হয়েছে, মমতার কুশাসন এবার শেষের পথে’— এমনটাই দাবি করলেন আক্রান্ত বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। প্রসঙ্গত, শনিবার নবান্ন অভিযানে গিয়ে পুলিশের লাঠির ঘায়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। তাঁর মাথায় ছয়টি সেলাই পড়েছে। রবিবার সকালে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, ‘পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। তবে এভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা যাবে না। মোঘল, ব্রিটিশ কিংবা তালিবানির মতো অহঙ্কারী কিংবা কুশাসন শেষ হয়ে গেছে। এবার মমতার কুশাসন শেষ হওয়ার পালা।’ এদিন তিনি আরও বলেন, ‘এক বছর অতিক্রান্ত। অথচ অভয়ার বিচার মেলেনি। মেয়ের বিচারের দাবিতে ওর বাবা-মা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কর্মসূচি।’ তাঁর অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেছে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এমনকী যাতে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি না নেওয়া হয়, তার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রিয়াঙ্গুর সংযোজন, অভয়ার মায়ের সঙ্গে তাঁরা নবান্নের দিকে এগোচ্ছিলেন। বিনা কারণে পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। লাঠির ঘায়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে। তাঁর দাবি, পুলিশ নাকি পুলিশের ছদ্মবেশে রোহিঙ্গারা লাঠি চালাল, তা বোঝা মুশকিল। কারণ, ডান্ডাধারীদের শরীরে পুলিশের পোশাক ছিল না। প্রিয়াঙ্গুর জোরালো দাবি, একটা সময় মোঘল, ব্রিটিশ কিংবা তালিবানি রাজত্বে অসুর শক্তির বিনাশ ঘটেছে। মমতার রাজত্বে সেই অসুর শক্তির ছবি ক্রমশ প্রকট হয়েছে। প্রসঙ্গত, মাথায় লাঠির আঘাত নিয়ে শনিবার তিনি কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরেন।

জাতীয় পতাকা অবমাননা-সহ অভয়ার মায়ের ওপর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল বিজেপির।

পশ্চিমবঙ্গে বিএড কলেজে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স নিয়ে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ২৩টি জেলার ৬২৩টি বিএড কলেজকে একত্রিত করে গঠিত ‘বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি’র সামনে বড়সড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি,২০২০ অনুসারে দেশের সব বিএড কলেজেই ২০২৭ সালের মধ্যে বিএ বা বিএসসির সঙ্গে চার বছরের সমন্বিত বিএড কোর্স চালু করা বাধ্যতামূলক। এই ‘ইন্টিগ্রেটেড টিচার এডুকেশন প্রোগ্রাম’ (আইটিইপি) চালু না হলে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির স্বীকৃতি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সমস্যা হল, বিএড বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষক প্রশিক্ষণের ডিগ্রি প্রদান করে, অথচ সাধারণ স্নাতক কোর্স চালানোর অনুমোদন সাধারণত অন্য রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকে। ফলে একই কলেজের দুটি আলাদা কোর্স কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলবে, তা নিয়ে প্রশাসনে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের একাংশ মনে করছে, বিষয়টি মীমাংসার জন্য বিএড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি প্রয়োজন।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনকে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন, যদিও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কিছু কর্মকর্তা মনে করছেন; প্রথমে রাজ্য দপ্তরের সঙ্গেই আলোচনা করা উচিত ছিল। বেসরকারি বিএড কলেজগুলির সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম-এর সভাপতি তপন বেরা জানিয়েছেন, চার বছরের নতুন কোর্স চালু করতে হলে শিক্ষক, শিক্ষিকার সংখ্যা বাড়ানো, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সিলেবাসে বড়সড় পরিবর্তন অপরিহার্য।

অন্যদিকে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের প্রথম ব্যাচের পড়ুয়াদের ফল প্রকাশ হয়েছে বা হতে চলেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখনো বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে রয়েছে, যা দ্রুত সমাধান না হলে ৬২৩টি কলেজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি, অব্যাহত আর্দ্রতাজনিত গরমের অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গত কয়েক দিন ধরে কমবেশি বৃষ্টি হলেও গলদঘর্ম পরিস্থিতি কাটছে না। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আপাতত তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করলেও গরমের সঙ্গে লড়াই চলবে মহানগরবাসীর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী বুধবার ১৩ অগস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই কমবেশি বৃষ্টি হবে, কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আজ সোমবার উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে; বিশেষত কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। ভারী বৃষ্টি হবে কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে, আর দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে হবে ভারী বৃষ্টি। বুধবার ও বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের দু-একটি জেলায়, বিশেষত আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে, বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে এই সময়ে সর্বত্রই কমবেশি বৃষ্টি হবে এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা ওঠানামা করলেও আর্দ্রতাজনিত গরমের অস্বস্তি অব্যাহত থাকবে।

দমদম স্টেশনে সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে তৃণমূলের অশালীন আচরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় এসি লোকাল ট্রেন উদ্বোধনের দিন দমদম স্টেশনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অসভ্য ও অশালীন আচরণ করার অভিযোগ উঠল। সুকান্ত ট্রেন থেকে নামতেই তৃণমূলের কয়েকজন শ্রমিক সংগঠনের সদস্য তাঁকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ শুরু করে।

এসব বিক্ষোভের পেছনে মূল কারণ ছিল ভোটার তালিকার ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ (এসআইআর) কার্যক্রমকে প্রতিহত করার চেষ্টা। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূলের সমর্থকদের কথাকাটাকাটি দ্রুত উত্তেজনাপূর্ণ সংঘর্ষে পরিণত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমদম স্টেশনে পুলিশ ও আরপিএফকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সুকান্ত মজুমদার এই পরিস্থিতিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘বাংলায় এসআইআর অবশ্যই হবে। যারা বাধা দিতে চাইবে, তাদের মোকাবিলা করব।’ অন্যদিকে, তৃণমূলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই হুঁশিয়ারির পাল্টা দিয়ে বলেন, ‘এসআইআর-এর নামে কাউকে ভুলভাবে বাদ দিলে আমরা প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর।’

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, তৃণমূলের এই অসভ্য আচরণ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষবাষ্পে ভরিয়ে তুলছে। শান্তি বিনষ্ট করে জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এই ধরনের আক্রমণাত্মক মনোভাব রাজনীতির মর্যাদা হ্রাস করছে।

দমদম স্টেশনের এই ঘটনায় বিজেপি শিবিরে ক্ষোভ ও উদ্বেগের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁরা তৃণমূলের এই বর্বরতাকে গঠনমূলক রাজনীতির পরিপন্থী ও অগ্রহণযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পরিস্থিতি দ্রুত শিথিল করার জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে।

বাংলায় হিন্দুরা থাকতে পারছেন না, তাই সিএএ!

অভিবাসন ও রাজনৈতিক উসকানি নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রবিবার ভোটার তালিকা, অভিবাসন, সিএএ এবং রাজনৈতিক উসকানি নিয়ে একের পর এক কটাক্ষ করলেন। তাঁর বক্তব্যে নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে সীমান্তবর্তী এলাকার বাস্তব অভিজ্ঞতা সবই উঠে এল।

সুকান্তবাবু বলেন, আপনি ভোটার কার্ডের নাম বা ভোটার তালিকার নাম নির্দিষ্ট ফর্ম জমা দিয়ে স্থানান্তর করতে পারেন। ফর্ম জমা দেওয়ার পর সেই নাম স্থানান্তরের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের, ভোটারের নয়। যদি নাম স্থানান্তরের পরেও পুরনো তালিকায় রয়ে যায়, তার দায় কমিশনের।

তিনি তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেন। বলেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী শুভেন্দু দা যদি পুলিশকে উসকে থাকেন তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশি উসকানিমূলক কথা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বলেছেন। তিনি তো এসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় লাঠির বাড়ি মারেননি! যদি শুভেন্দু দা পুলিশকে উসকে থাকেন, তবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজের অনেক উসকানিমূলক কাজ করেছেন। অভিবাসন প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে আনেন। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার (১৯৭১) আগে ১৯৪৭ সালেও বড় ধরনের অভিবাসন হয়েছিল। ১৯৭১ সালের পর দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে এসেছেন, এসে ভোটার কার্ড ও আধারকার্ড করেছেন। আপনি অস্বীকার করতে বালির গাদায় মুখ লুকিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না, এটা ঐতিহাসিক সত্য। নিজেকে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, আমি সেখানে বড় হয়েছি, পড়াশোনা করেছি। আমাদের থেকে একটু বড়রা বাংলাদেশ থেকে এসেছিল; এটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই আমরা এদের জন্য সিএএ করেছি, কারণ সেখানে বাংলায় হিন্দুরা থাকতেই পারছে না। তখন তারা কী করবে? সামনে থাকা মেয়েটির সম্মানহানি হচ্ছে সেটা তাকিয়ে থাকবে? তারা বাবা-মায়ের সঙ্গে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সুকান্তবাবুর বক্তব্যে স্পষ্ট, অভিবাসন সমস্যা, সংখ্যালঘু-সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিতর্ক এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা; সব মিলিয়েই বিজেপির আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শাসকদল ও তাদের নেতারা।

এয়ারপোর্টের কাছে যাত্রীবাহী বাসে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এয়ারপোর্ট থেকে হাওড়াগামী এসবিএসটিসির বাসে আগুন। রবিবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। বিমানবন্দর থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে বাসটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানা গেছে, কলকাতামুখি লেনে কৈখালির কাছে এয়ারপোর্ট হোটেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় চলন্ত অবস্থাতেই বাসটিতে আগুন ধরে যায়। বাসের ভেতরে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় চরম আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। তড়িঘড়ি তাঁদের বাস থেকে নামানো হয়। ওই বাসের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী ছিলেন।

তৃণমূলের দুই সাংসদের তিক্ততা ফের প্রকাশ্যে, কল্যাণের তির মহুয়ার দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ অশান্তি ফের প্রকাশ্যে এল। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, তিনি ‘নিচু মানের’ এবং তাঁর সম্পর্কে কথা বলা ‘সময়ের অপচয়’। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হবে। সম্প্রতি লোকসভায় দলের চিফ হুইপ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া কল্যাণ জানান, এক জুনিয়র আইনজীবীর পরামর্শে তিনি বুঝেছেন; মহুয়া আর তাঁর আলোচনার বিষয় নন। ওঁকে গুরুত্ব দিয়ে আমি ভুল করেছি। যদিও মহুয়ার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি।

কল্যাণ আরও স্বীকার করেন, অতীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও কথা বলেছিলেন, যা তাঁর মতে বলা উচিত হয়নি। রাখি বন্ধনের দিনে দিদি তাঁকে তিনবার আশীর্বাদ করেছেন বলেও জানান তিনি।

দলীয় সূত্রে খবর, মহুয়ার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বহুদিনের। পারস্পরিক কটূক্তি ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের অভিযোগে দলকেও অস্বস্তিতে ফেলেছেন দু’জনেই। এর আগে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ কীর্তি আজাদের সঙ্গেও কল্যাণের মনোমালিন্য হয়েছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রকাশ্যে আসা দলের ভাবমূর্তির জন্য শুভ নয়, বিশেষত লোকসভা অধিবেশন চলাকালীন সময়ে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে তৃণমূলপন্থী অস্থায়ী কর্মীদের ব্যবহার ও তার তত্ত্বাবধানে আইপ্যাকের ভূমিকার অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার তিনি সরকারি স্তরে বিডিওর লেখা চিঠি ও অস্থায়ী কর্মীদের নামের তালিকা প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন।

শুভেন্দুর দাবি, কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলও নিয়োগে স্থায়ী সরকারি কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা, এবং অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই আবশ্যক। অথচ মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লক-সহ বিভিন্ন এলাকায় নিয়ম ভেঙে প্যারা শিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বিএলও করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, লালগোলায় কি স্থায়ী সরকারি কর্মী নেই? নাকি জেনে বুঝে তৃণমূল ও আইপ্যাকের ইশারায় এই সিদ্ধান্ত?

তিনি লালগোলার নাগরিকদের অনুরোধ করেন তালিকা যাচাই করে তথ্য পাঠাতে। শুভেন্দু বলেন, যদি দেখা যায় স্থায়ী সরকারি কর্মী থাকা সত্ত্বেও কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী, প্যারা শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে বিএলও করা হয়েছে, তাহলে আমাকে ইমেল পাঠান; adhikarisuvenduwb1@gmail.com। বিরোধী দলনেতা এও আহ্বান জানান, তৃণমূল বাদে সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এই তথ্যে তাঁকে সহযোগিতা করুন, যাতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

সম্পাদকীয়

মুখ ফিরিয়েছে মানুষ, চিরতরে বন্ধ হল সরকারি রেজিস্টার্ড পোস্ট পরিষেবা

টেলিগ্রামের মতো পরিষেবা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড এখন সবই নস্ট্যালজিয়া। ৫০ বছর বা অর্ধেক শতাব্দী পেরিয়ে এবার চিরতরে থেমে গেল ভারতীয় ডাক বিভাগের অন্যতম জনপ্রিয় পরিষেবা রেজিস্টার্ড পোস্ট। ডাক বিভাগ জানিয়ে দিয়েছে চলতি মাসই শেষ। '২৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে আর মিলবে না রেজিস্টার্ড পোস্টের পরিষেবা। বিজ্ঞপ্তি জারিও করে দিয়েছে ডাক বিভাগ। যদিও ডাক বিভাগ পরিষেবা বন্ধ হওয়ার কথা সরাসরি বলছে না। তাঁদের দাবি, রেজিস্টার্ড পোস্টকে এখন থেকে স্পিড পোস্ট পরিষেবার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমস্ত সরকারি দফতর, আদাতল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে ফেলার জন্য। তাঁদের আশা, এই পরিবর্তনে আখেরে ডাক পরিষেবারই উন্নতি করবে। গ্রাহকরা উপকৃত হবেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ডাক পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং সর্বপরি ট্র্যাকেবল করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নিজের কুরিয়ারের খবর সব সময় থাকবে গ্রাহকের কাছেই। রেজিস্টার্ড পোস্ট মানেই এতদিন লোকে জানতো, কোনও বিশেষ চিঠি, সেটা আইন, আদালতের নোটিশ কিংবা কোনও সরকারি দফতরের চিঠি বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি। এবার সে সবই হয়ে যাচ্ছে অতীত। তবে ডাক বিভাগ যতই বলুক, এই পরিষেবাকে উন্নত করার লক্ষ্যেই পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা অনেকেই মানতে নারাজ। বাস্তবটা হচ্ছে বেসরকারি ই-কমার্স লজিস্টিক্স এবং কুরিয়ার সার্ভিস যেভাবে বাজার দখল করেছে, তার সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারছে না ডাক বিভাগের রেজিস্টার্ড পোস্ট পরিষেবা। চিঠি থেকে কোনও সামগ্রী অনেক দ্রুত গ্রাহকের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে তারা। ফলে গ্রাহকরা আর পোস্ট অফিসমুখো হন না। মোদ্দা কথা প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে বরং ডাক বিভাগের স্পিড পোস্ট পরিষেবা অপেক্ষাকৃত অনেকটাই দ্রুত কাজ করে। তাই এবার স্পিড পোস্টের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হল রেজিস্টার্ড পোস্ট পরিষেবা। ফলে রেজিস্টার্ড পোস্ট বলে আর কিছুই থাকল না কাগজে, কলমে।

শব্দবাণ-৩৫৬

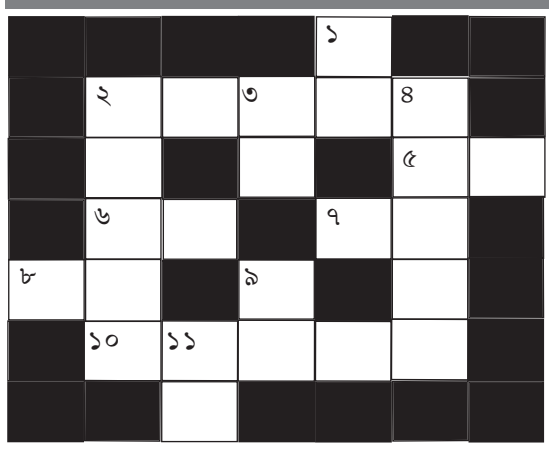

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. অদ্ভুত ও অসার কল্পনা ৫. জ্বর ৬. — আশিস মাগে ৭. কুঞ্চিকা ৮. দুর্গ,গড় ১০. বাণ নিক্ষেপ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কাচা, ধোলাই করা ২. বাড়িঘর ইত্যাদি খোঁজ বা অনুসন্ধান ৩. চাষ-আবাদ ৪. কুঞ্জ ৯. হিন্দুদের এক পদবি ১১. নৃত্যগীতাভিনয়।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৫

পাশাপাশি: ১. সমাজ ৩. খাড়ব ৫. ধাতানি ৬. নন্দাই ৭. আরোপ ৯.কাঁধার ১১. লবঙ্গ ১২. ইমেল।

উপর-নীচ: ১. সমাধা ২. জননি ৩. খাদান ৪. বড়াই ৭. আউল ৮. পতঙ্গ ৯. কাঁকই ১০. রঙ্গিল।

জন্মদিন

আজকের দিন

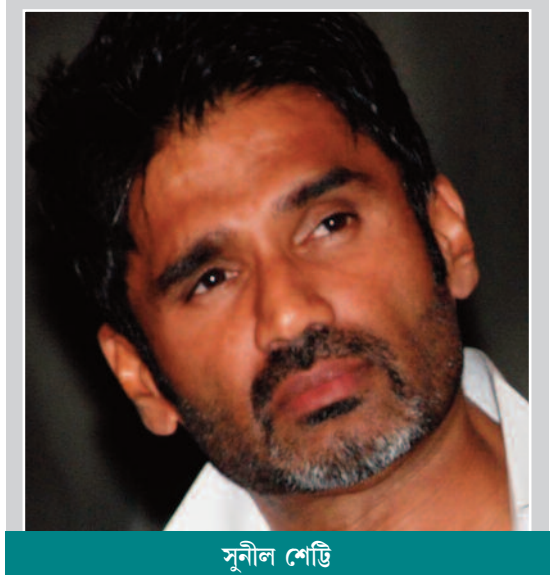

সুনীল শেট্টি

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল শেট্টির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট অভিনেতা রজতাভ দত্তের জন্মদিন।*

অভয়া আন্দোলন: ইতিহাস থেকে আমরা কোন শিক্ষাই নিতে পারিনি !

শুভেন্দু মজুমদার

ইতিহাসবিস্মৃত জাতি ইতিহাস থেকে যে কোন শিক্ষা নেয়না ২০২৪ সালের ৯ আগস্টের আরজিকরের ঘটনাটি তার এক জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ! ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাটা জরুরি! তা যদি আমরা করতে না পারি তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাটাই ভবিতব্য! বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ সান্টায়ানা-র (George Santayana) কথায় বলি , 'দোজ হু ক্যান্ট রিমেমবার দ্যা পাস্ট আর কনডেমনড টু রিপিট ইট '।

আরজিকরের নারকীয় ঘটনার এক বছর পূর্ণ হল অথচ আজও আমরা কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না! আরজিকরের ঘটনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। আমরা কি মনে রেখেছি আরজিকরের সমতুল্য ঘটনাগুলি যা আরজিকরের ঘটনার ঠিক দুশো বছর আগে একবার (১৮২৪) , একশো একান্ন বছর আগে একবার (১৮৭৩) এমনকি ; ঠিক একশো বছর আগে একবার (১৯২৪) ঘটেছিল। ১৯২৪ সালে ঘটনার জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমকালীন বঙ্গসমাজ। সবগুলি ঘটনারই উৎসস্থল ছিল তারকেশ্বরের মতন এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। ইতিহাস থেকে যে আমরা কোন শিক্ষাই নেইনি এবং তারই পরিণতিতে যে বারেবারে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে — আরজিকরের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সেটা দেখিয়ে দিল।

সরকারি হাসপাতালই হোক, কিংবা কোন তীর্থক্ষেত্রই হোক — রিপুতাড়িত পুরুষের কাছে এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন ফারাক নেই তা বলাই বাহুল্য। দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই যারা দন্ডমুন্ডের কর্তা , প্রতিষ্ঠানের রক্ষক বলে যারা দাবি করে তারাই যে আদতে প্রতিষ্ঠানের ভক্ষক হয়ে ওঠে — আরজিকরের ও তারকেশ্বরের ঘটনাগুলি যেন চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিল।

২০২৪ সালে আরজিকরে কী কী ঘটেছিল তা আমরা জানি। কিন্তু তারকেশ্বরের একাধিক ঘটনার সাথে আরজিকরের মিল ও অমিল কোথায় সেটা এখানে আমরা খুঁজে দেখব।

বহু যুগ আগে থেকেই তারকেশ্বরের মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীদের আসাযাওয়া বছরভর চলতো। মন্দিরের বিগ্রহসেবার দায়িত্ব* উত্তরভারতীয় দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রহ্মচারী ও মোহান্তদের। মোহান্ত কথার অর্থ হল , যিনি জাগতিক ভোগ-বাসনা বা মোহের উর্ধে। নারীসংসর্গ , বিবাহ এবং সংসারধর্ম পালন এদের ক্ষেত্রে নৈব নৈব চ। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে অভিযোগ উঠছিল যে , তারকেশ্বরের মোহান্তরা অনেকেই বাস্তবে অসম্ভব ভোগী, চরম বিলাসী ও প্রবল রিপুতাড়িত! মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে দক্ষিণা বাবদ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ আত্মসাৎ করে তারা। এছাড়া সুন্দরী যুবতী মেয়েরা মন্দিরে এসে মোহান্তদের যৌননিপীড়নের শিকার হন। মোহান্তরা মন্দির সংলগ্ন এলাকার একচ্ছত্র মালিক। মন্দির কর্তৃপক্ষের ভ্রষ্টাচার নিয়ে যারা প্রতিবাদী তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য মোহান্তের নিয়ন্ত্রণাধীন লেঠেল বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরজিকর হাসপাতালে আমরা যেমন 'থ্রেট কালচার'-এর কথা শুনতে পাচ্ছি , তারকেশ্বরের মোহান্তরাও তেমনি তাদের নানাবিধ কুকর্ম ঢাকাচাপা দেওয়ার জন্য তাদের পোষা লেঠেল বাহিনীর সাহায্যে 'থ্রেট কালচার ' কায়েমে অভ্যস্থ ছিল।

তারকেশ্বরের দশম মোহান্ত শ্রীমন্ত গিরি তার যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য রক্ষিতা পুষতেন। তার সেই রক্ষিতা অন্য এক পুরুষেও আসক্ত --- এই সংবাদ শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে শ্রীমন্ত গিরি সেই পুরুষ মানুষটিকে খুন করে বসেন ও তার পরিণতিতে ১২৩১ বঙ্গাব্দের ১৩ ভাদ্র অর্থাৎ ১৮২৪ সালের আগস্ট মাসে শ্রীমন্ত গিরির ফাঁসি হয়। খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল এর অন্তত মাস ছয়েক আগে। শ্রীমন্ত গিরির আগে আর একজন মাত্র বাঙালির ফাঁসি সে যুগে তুমুল সাড়া ফেলেছিল আর তিনি ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল ১৭৭৫ সালে। নন্দকুমারের ফাঁসির প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সমাজের আরো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ফাঁসি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রীমন্ত গিরির ফাঁসির একশো বছর পরে তারকেশ্বরের ভন্ড মোহান্তরাজের অবসানের জন্য কীভাবে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২৪) ব্যাপক গণজাগরণ ঘটিয়ে তুলেছিল এবং তার পরিণতিতে কীভাবে মোহান্তরাজের পতন ঘটেছিল সেটাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়! কিন্তু যা চরম দুর্ভাগ্যজনক তা হল, ইতিহাস থেকে আমরা কোন শিক্ষাই নিতে পারিনি আর তার প্রমাণ হল আরজিকরের ঘটনা। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একশো বছর পরে কলকাতার বুকে* আরজিকর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারের নৃশংস হত্যার পেছনে যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের এখনো পর্যন্ত শনাক্তকরণে পুলিশ ও সিবিআই ব্যর্থ! একশো বছর আগে তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিক দিশায় তারকেশ্বর আন্দোলন সফল হয়েছিল। কিন্তু আরজিকরের ঘটনায় আজও আমরা কুচক্রী কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের কোন শাস্তিই দিতে পারিনি!

আবারো ফিরে যাই তারকেশ্বরে। ১৮২৪ সালে শ্রীমন্ত গিরির ফাঁসির পরেও নির্বিবাদে তারকেশ্বরে মোহান্তদের স্বেচ্ছাচার চলছিল। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ধর্ষণ শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রায় অপ্রচলিত ছিল। ধর্ষণের প্রতিশব্দ ছিল সতীত্বনাশ! দ্বাদশ মোহান্ত মাধব গিরি এলোকেশী নামে এক বিবাহিতা যুবতীর সতীত্বনাশ করেছিলেন (১৮৭৩)। এলোকেশীর বাড়ি ছিল তারকেশ্বরের অদূরে কুমরুল নামে এক গ্রামে। তার বাবার নাম ছিল নীলকমল মুখোপাধ্যায় । গরীব ব্রাহ্মণ নীলকমলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ায় সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। এলোকেশী তার প্রথম পক্ষের মেয়ে। এলোকেশীর স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মিলিটারি অরফ্যান প্রেসে চাকরি করতো। নীলকমলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুচরিত্রা ছিল। মোহান্ত মাধব গিরি এই কুচরিত্রা মহিলাকে টাকা দিয়ে এমনভাবে বশীভূত করে যে , সে তার সতীনের মেয়ে এলোকেশীকে সন্তান হবার ওষুধ খাওয়ানোর ছলে তারকেশ্বরে নিয়ে গিয়ে মাধব গিরির হাতে তুলে দেয় এবং তারপর কীভাবে মাধব গিরি এলোকেশীর সতীত্ব বিনাশ করে— তার রসালো বর্ণনা রয়েছে দুর্গাচরণ রায়ের লেখা 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' বইয়ে। এলোকেশীর স্বামী কলকাতায় বসে মোহান্ত-এলোকেশীর কিসসার খবর পেয়ে ছুটে আসে তারকেশ্বরে তার শ্বশুরালয়ে। এলোকেশীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নবীন সব সত্য জানতে পারে। মাধব গিরি এলোকেশীর সতীত্ব নাশ করেছে জেনেও নবীন এলোকেশীকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু দোর্দন্ডপ্রতাপ মাধব গিরি চারধারে এমনভাবে পাহারাদার বসায় যাতে নবীন এলোকেশীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে (আবারো মনে পড়ছে আরজিকরের থ্রেট কালচারের কথা)। চরম হতাশায় ও ক্রোধের বশে নবীন তখন একটি আঁশবটির সাহায্যে এলোকেশীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। নবীন এবং মাধব গিরিকে গ্রেপ্তার করে হুগলি জেলে আনা হয়। হুগলি কোর্টে নবীনের হয়ে ওকালতি করেন ডবলিউ সি বোনার্জি। হুগলি কোর্টে জুরিরা নবীনকে নির্দোষ বলে রায় দিলেও সেসনস্ জজ মিঃ প্রিন্সেপ জুরিদের সাথে একমত না হয়ে পুনর্বিচারের আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হস্তান্তর করেন। কলকাতা হাইকোর্টেও নবীনের হয়ে সওয়াল করে নবীনকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি ব্যারিস্টার ডবলিউ সি বোনার্জি। কলকাতা হাইকোর্ট ১৮৭৩ সালের অক্টোবর মাসে নবীনকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেয় ও অন্যের স্ত্রীকে ফোঁসলানোর দায়ে মোহান্তের হয় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মোহান্তকে হুগলি জেলে ঘানি টানতে ও নবীনকে আন্দামানে পাঠানো হয়। আন্দামানে তখনো সেলুলার জেলের মতন কোন স্থায়ী বন্দিনিবাস গড়ে ওঠেনি , দ্বীপান্তরিত বন্দিরা ছোট ছোট দ্বীপে অস্থায়ী বন্দিশিবিরে বসবাস করত এবং তাঁরা ছিল প্রধানত অবাঙালি সিপাহী বিদ্রোহের পরাজিত সেনা বা ওয়াহাবি বিদ্রোহী। ফলে নবীনের মতো একজন ব্রাহ্মণসন্তানকে কী অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে জীবন ধারণ করতে হত সেখানে তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। নবীনের আগে আর কোন বাঙালি কয়েদিকে সাজা দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল কিনা তারও কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। আমরা ধরে নিতে পারি যে, নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ই হলেন আন্দামানে প্রথম নির্বাসিত বাঙালি কয়েদি! নবীনকে আইনের বলে দ্বীপান্তরিত করা হলেও সাধারণ মানুষের বরাবরই সহানুভূতি ছিল নবীনের প্রতি। ফলে তার মুক্তির জন্য সরকারের কাছে বহু আবেদনপত্র জমা পড়ে। তিন বছর সাজা ভোগ করার পরে নবীনের সাজা হ্রাস করে সরকার তাকে বেকসুর খালাস দেয়। তিন বছর জেল খেটে ছাড়া পেয়ে মাধব গিরি পুনরায় তারকেশ্বরের গদিতে বসার চেষ্টা করে এবং এ নিয়ে তার সাথে তারকেশ্বরের তদানীন্তন প্রধান কর্মকর্তা শ্যাম গিরির আইনি লড়াই শুরু হয়। কিন্তু যা সবচেয়ে কদর্য তা হল , মাধব গিরি আদালতে নিজ পক্ষ সমর্থন করে বলেন , 'যেহেতু আমি দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী সেইহেতু আমার পরনারী গমনে কোন বাধা নাই , আমি ফৌজদারী জেল খাটিয়া আসিয়াছি, এইজন্য আমার মহান্তপদে পুনরায় বসিতে কোন বাধা নাই।' আইনি লড়াইয়ে মাধব গিরি জয়ী হন। আইনের সেই প্রহসন আজও কী সমানভাবে চলছে না? আজও তো কত জেল-খাটা ক্রিমিনাল জামিন পেয়ে ভোট-যুদ্ধে জয়ী হয়ে বলে , 'মানুষ আমাদের পাশে আছে ' যার নিহিতার্থ এটাই যে কাউকে অপরাধী বলা যাবে না ততদিন যতদিন সে ভোটযুদ্ধে জয়ী! আর যদি কেউ অপরাধ করে জেলভোগ করা সত্ত্বেও মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে সাজা না পান , এমনকি সাজা ঘোষিত হলেও — যতদিন না আপিল বিচারের রায় বেরোচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তারা 'বিচার প্রক্রিয়া চলছে' বলে নিজেদের ধোঁয়া তুলসিপাতা বলে দাবি করে! এ দেশের ইতিহাসে 'দলের ক্যাডারকুল বারাণসী সমতুল' পবিত্র ।বঙ্কিমের কমলাকান্ত থাকলে আজ বলতেন — নারীর 'সতীত্ব ' একবার যাইলে তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায় না বটে তবে ভারতের পিনাল কোডে ক্রিমিনালত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ক্রিমিনাল পুনরায় সাধক বা মোহান্তে পরিণত হন!

তারকেশ্বরের দ্বাদশ মোহান্ত শ্রীমন্ত গিরির পর সতীশচন্দ্র গিরি হলেন ত্রয়োদশ মোহান্ত। সতীশচন্দ্রের আমলেও তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রীদের নানা ধরণের হেনস্থা, প্রণামীর অছিলায় জোরজবরদস্তি করে তোলা আদায়, মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণ, যৌনহেনস্থা চলতে থাকে। সতীশ গিরি পরপর দু'জন নারীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করলে দু'জন নারীই মোহান্তের বিরুদ্ধে প্রথমে রুখে দাঁড়ান এবং তারপর মোহান্তরাজের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন দানা বাধে যখন জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব তারকেশ্বরের ভন্ড মোহান্তরাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নামে। সাধারণ মানুষ যে এতদিন এসব কথা জানতো না এমন নয়, কিন্তু তারকেশ্বরের মোহান্তের এতোটাই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে ভয় পেতো। ইংরেজ প্রশাসনও যে কিছুই জানতো না মোটেও এমন নয় কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে চাইতো না। আজ আরজিকরের 'থ্রেট কালচার' সহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির কথা যেভাবে প্রকাশ্যে এসেছে রাজ্য সরকারও যে সে সব কিছু জানতো না এমন নয়। কিন্তু আরজিকরের দুর্নীতির সাথে সরকার ও দল এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল যে হাসপাতালের অনিয়মগুলি সম্পর্কে বারংবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও সরকার সব দেখেশুনেও শুধু চোখ বন্ধ করেই থাকেনি , উল্টে এখানকার কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের শাসক দল ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সব ধরণের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। অনেক আগেই যদি হাসপাতালের ডেপুটি সুপারের অভিযোগগুলির তদন্ত করে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিত তবে হয়তো আরজিকরের তরুণী ডাক্তারকে এভাবে প্রাণ দিতে হতো না!

তারকেশ্বরে নারীঘটিত কেলেঙ্কারি ও প্রণামীর টাকা নয়ছয় সহ যাবতীয় অনাচারের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত , বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও সুভাষচন্দ্র বসুর সার্বিক নেতৃত্বে ও কবি নজরুলের সার্বিক অংশগ্রহণে ১৯২৪ সালে তারকেশ্বরের আন্দোলন এক দুর্বার ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনে পরিণত হয় যার লক্ষ্য ছিল বাঙালি হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রকে কলঙ্কমুক্ত করা। পাঞ্জাবের শুদ্ধি আন্দোলনে ও আকালী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দুই সন্ন্যাসী — স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দের ভূমিকা এবং এই আন্দোলনে গান্ধীজির সমর্থন তারকেশ্বরের অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের মর্যাদা দিতে পেরেছিল। আজ যেমন অভয়া আন্দোলনে কলকাতার রিকসাওয়ালা থেকে বারবনিতাদের পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে সেদিনও ঠিক তেমনই শেওড়াফুলির দেহোপজীবিনীরা, লিলুয়ার রেল শ্রমিকেরা, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে সমাজের এমন কোন স্তরের মানুষ ছিল না যারা এই আন্দোলনে অংশ নেননি। মাত্র আট-নয় মাসের আন্দোলনেই মোহান্ত পরাজয় স্বীকার করেন ও তারকেশ্বর মন্দিরের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করা হয়। কিন্তু অভয়া আন্দোলনে কেন আজ পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়ল না ? একমাত্র শিখন্ডীকে দাঁড় করিয়ে প্রথমাবধি পুলিশ-প্রশাসন চাইছে সব কিছু ধামা চাপা দিয়ে থামিয়ে দিতে!

কিন্তু এভাবে একটা আন্দোলনকে জোর করে দমিয়ে দেওয়ার মধ্যে প্রশাসনের কোন কৃতিত্ব নেই। মানুষ প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়েছে। গণতন্ত্রে মানুষ সরকারের উপর আস্থা হারালে ক্ষতি নেই। কেননা সরকার ভোটে নির্বাচিত ও পরিবর্তনশীল। একটা সরকারের বদলে অন্য একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষতি হয় তখন যদি মানুষ বিশ্বাস করে যে গণতন্ত্রের আসল ভিত্তি যে 'আইনের শাসন ' যা রক্ষা করা প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য ---- তারই কোন অস্তিত্ব নেই!

এই রাজ্যের প্রশাসন এখন 'হীরক রাজার প্রশাসনে' পরিণত হয়েছে। অভয়া আন্দোলনে যে সব ডাক্তার অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিলেন সরকারি খড়্গ তাঁদের বিরুদ্ধেই নেমে এসেছে। যে থ্রেট কালচার সরকারি হাসপাতালে এতোদিন চলছিল 'ইনফর্মালি' বা লুকিয়ে-চুরিয়ে — যা ছিল সাধারণের অজ্ঞাতসারে — অভয়া আন্দোলনের পরে সেই থ্রেট কালচারে সরকারি শিলমোহর পড়েছে ! আমরা দেখলাম , দুজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে 'জিজ্ঞাসাবাদের' নামে লালবাজারে ডেকে পাঠানো হল, (যারা চাকরি-চুরি করে বেচেছে তাদের একজনকেও রাজ্য পুলিশ কোনদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লালবাজারে ডেকে পাঠাননি !)কোন ডাক্তারকে উত্তরবঙ্গে ট্রান্সফার করা হল , কোন ডাক্তারের অবর্তমানে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পুলিশ তাঁর মা-বাবাকে ভয় দেখালো — এ সবই হল প্রশাসনিক 'থ্রেট কালচারের' কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। আরজিকরের অভয়ার বিচারের দাবিতে বাংলার লক্ষ লক্ষ অভয়ারা ১৪ আগস্ট রাত-দখলের ডাক দিয়ে যখন পথে নেমে এল ঠিক তখনই আমরা দেখলাম প্রশাসনের মদতে আরজিকর হাসপাতালে চলল শাসকদলের মদতপুষ্ট হুলিগানদের বর্বরোচিত আক্রমণ — যে আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল 'সিন অফ ক্রাইম' — এ ভাঙ্গচুর চালিয়ে অপরাধের যাবতীয় 'ক্লু ' নষ্ট করে দেওয়া (যদিও ক্লু নষ্ট করার কাজটি অত্যন্ত মুনশিয়ানার সাথে দিনের আলোয় সেমিনার রুমের পাশের ঘরটির দেওয়াল ভেঙে আগেই করা হয়ে গিয়েছিল দক্ষ প্রশাসনের উদ্যোগে)।

নারীর চরম অবমাননাকে কেন্দ্র করে তারকেশ্বর আন্দোলন ও অভয়া আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল । কিন্তু এই দু'টি আন্দোলনের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফারাকও রয়েছে। তারকেশ্বর আন্দোলন মূলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন। একে সরাসরি সরকারবিরোধী আন্দোলন বলা যাবে না। কিন্তু অভয়া আন্দোলন শুধু সরকার ও শাসকবিরোধী নয়, এই আন্দোলনে সামিল কোটি কোটি মানুষ তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছে রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র কতটা ঘৃণ্য ও নৃশংস হতে পারে! এবং সেই বোধ থেকেই আন্দোলনকারীরা কোন রাজনৈতিক দলকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার দিতে চায়নি কারণ যে কোন রাজনৈতিক দলেরই প্রধান লক্ষ্য হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর কোন সরকারই অতীতের কোন কেলেঙ্কারির কারণ উদ্ঘাটন করতে চায় না। সাঁইবাড়ি হত্যাকান্ডের, বরানগর গণহত্যার, ২১ জুলাই-য়ের হত্যাকান্ডের অপরাধীরা আজও কেউই ধরা পড়েনি। দুই, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা দেশে সাড়া ফেললেও তার ব্যাপ্তি কখনোই অভয়া আন্দোলনের সমতুল্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে কীভাবে ভারতের অন্যতম প্রাচীন সরকারি হাসপাতাল আরজিকরের ভিতরে যাবতীয় কুকীর্তি ঘটেছে অভয়া আন্দোলন তা তুলে ধরেছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি অলিগলিতে, দেশের প্রতিটি রাজ্যে , এমনকি ; বিদেশের মাটিতেও। অভয়া আন্দোলনের আগে স্বাধীনত্তোর পশ্চিমবঙ্গের আর কোন আন্দোলনই — সে তেভাগা হোক , খাদ্য আন্দোলন হোক বা নকশাল আন্দোলন হোক — বিদেশের মাটিতে এভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিন , অভয়া আন্দোলন শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ও শাসক বিরোধী আন্দোলন — এমনটাও নয়। এই আন্দোলনে সামিল কোটি কোটি মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে হলেও বুঝতে পেরেছে , শাসকের 'জাত ' দুনিয়ার সর্বত্রই সমান। শাসকের হাতিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা আর সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শাসক কীভাবে ও কতটা ঘৃণ্য ও নৃশংস উপায়ে অপরাধীদের আড়াল করতে পারে , অভয়া আন্দোলন সেটা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। চার , অভয়া আন্দোলন শুধু যে শাসক ও সরকার বিরোধী — তাও নয়। এই আন্দোলন চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক হয়েও একই সাথে এই আন্দোলন নীতিগতভাবে যে কোন রাজনৈতিক দলবিরোধী। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনকারীরা সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছে যে , কোন রাজনৈতিক দলকেই তাঁরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দেবেনা পাছে সেই রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে ভোটের রাজনীতির 'পুঁজি ' হিসাবে ব্যবহার করে। মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে শাসক বদলায় কিন্তু শাসকের চরিত্র বদলায় না ! সাঁইবাড়ি থেকে কামদুনি — শাসকের মদতেই যে বাড়ছে ধর্ষক ও খুনি — এই সরল সত্যকে অস্বীকার করার আর কোন উপায় নেই !

তারকেশ্বরের মোহান্তের ন্যক্কারজনক কার্যকলাপে বিচলিত নজরুল গান বেধেছিলেন । চিরবিদ্রোহী কবি নজরুল ক্ষিপ্ত হয়ে লিখেছিলেন — 'জাগো আজ দন্ড হাতে চন্ড বঙ্গবাসী ।/ ঐ ডুবালো পাপ চন্ডাল তোদের বাংলাদেশের কাশী ।/ জাগো বঙ্গবাসী।' যুগের পরিবর্তনে এ গান আজ অচল । কিন্তু আজ যদি নজরুল বেঁচে থাকতেন তবে তিনি হয়তো আরজিকরের ঘটনা দেখে চুপ করে বসে না থেকে লিখে ফেলতেন এমন কোন গান — আরজিকরে ডাক্তার খুন /একাই দোষী সিভিক ! / রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে ধিক্ প্রশাসন ধিক্ ! / যে প্রশাসন পোড়ায় দেহ সুপারসোনিক বেগে / কারণ কী তার জানতে চাইলে প্রচন্ড সে রেগে / মানবিকতার মুখোশ সেঁটে হচ্ছে মামা-কাকা / নির্যাতিতার মায়ের কোলকে করছে আগে ফাঁকা / চারধারেতে দেখছি দানব সকাল বিকাল সন্ধ্যে / দানবরা সব সিঁধিয়ে আছে প্রশাসনের রন্ধ্রে! / জাগো সবাই — ছাত্র , যুব / জাগো শ্রমিক , চাষী / আরজিকরই এই বাংলার / দক্ষিণেশ্বর, কাশী — আর কতদিন থাকবে ঘুমে / জাগো বঙ্গবাসী!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিষ্ণুপুরে দেওয়াল ধসে মৃত শিশুর পরিবারকে নিয়ে ধরনা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: দেওয়াল ধসে মৃত শিশুর পরিবারকে নিয়ে ফের শাসক দলের ধরনা অবস্থান। অবস্থান থেকে আবাস ইস্যুতে বিজেপি বিধায়ককে ঘেরাওয়ের হুঙ্কার তৃণমূলের জেলা সভাপতির। বিষ্ণুপুরের বোড়ামারা গ্রামের পর এবার পাত্রসায়ের ব্লকের ডাংপাড়া গ্রামে দেওয়াল ধসে মৃত শিশুদের পরিবারকে নিয়েও শুরু হল রাজনীতি। মৃত শিশুর পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ধরনা অবস্থান করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে আগামী এক বছরের মধ্যে তাঁদের পাকা বাড়ি করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। একই সঙ্গে এই ইস্যুতে বিষ্ণুপুরের বিজেপি বিধায়ক তন্ময় ঘোষকে ঘেরাও করে রাখার নিদানও দিলেন। পাল্টা বিজেপি বিধায়ক তন্ময় ঘোষও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন তৃণমূলকে। যদিও এই রাজনীতির বাইরে মৃত শিশুর পরিবার চায় সকলের মাথার উপর পাকা ছাদ হোক, যাতে ঝড় বাদলে দেওয়াল ধসে আর কোনও বাবা-মা'র কোল খালি না হয়।

আবাস বিতর্ক যেন কিছুতেই থামতে চাইছে না রাজ্যে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আবাস প্রকল্পে টাকা আটকে রাখার অভিযোগে যেমন সরব রাজ্যের শাসক দল, তেমনই ওই প্রকল্পে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব বিজেপিও। তার মাঝেই একের পর এক দেওয়াল ধসে মৃত্যুর ঘটনা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করছে। গতবছর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বোড়ামারা গ্রামে মাটির দেওয়াল ধসে তিন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পরেই মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লির রাজপথে আবাসের প্রাপ্য টাকা মেটানোর দাবিতে ধরনায় বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই একই রাস্তায় হেঁটে গত ৩ অগস্ট বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের ডাংপাড়া গ্রামে দেওয়াল ধসে মৃত আড়াই বছরের শিশুর পরিজনদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করে আবাসের টাকার দাবিতে সুর চড়ালেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি সুব্রত দত্ত। তাঁর হুঁশিয়ারিকে পালটা চ্যালেঞ্জ করে বিজেপি বিধায়ক তন্ময় ঘোষের দাবি, 'আবাস প্রকল্পে সীমাহীন দুর্নীতি করেছে রাজ্য সরকার। তাই টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন এ রাজ্যের টাকা খরচ করে প্রতিটি কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারকে পাকা বাড়ি দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হলে এভাবে শিশুটিকে প্রাণ হারাতে হত না। তাই এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারেরই।'

ক্ষতিগ্রস্ত তিলপাড়া ব্যারেজ পরিদর্শন সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: টানা ভারী বৃষ্টির জেরে গুরুতর কাঠামোগত ক্ষতির মুখে পড়েছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর নদীর ওপর অবস্থিত তিলপাড়া ব্যারেজ। শনিবার থেকে রাজ্যের সেচ দপ্তর জরুরি মেরামতির কাজ শুরু করেছে। রবিবার সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের একটি দল, আইআইটি রূড়কির ব্যারেজ বিশেষজ্ঞ জুলফিকার আহমেদ ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ব্যারেজ পরিদর্শন করেছে। গত ২৯ জুলাই প্রবল বর্ষণের ফলে তিলপাড়া ব্যারেজে জল ছাড়ার পরিমাণ ৪৮,৬০০ কিউসেকসে পৌঁছায়। সকাল ৭টার মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে হয় ৫৬,৪৯৭ কিউসেকস। কারণ যাতে ব্যারেজের এপ্রনের নীচের শিট পাইলস বেরিয়ে আসে এবং ডিভাইড ওয়ালে বিপদজনক চাপ পড়ে। ২০২৪ সালের জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে ২০২৫ সালের একই সময়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে ১,৫০০ মিমিরও বেশি। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, 'চলতি বছরের মার্চে ব্যারাজে অস্থায়ী মেরামতির কাজের জন্য ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। জুলাইয়ের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ভারী বৃষ্টির জন্য কাজ থমকে যায়। ডিভাইডারগুলিতে নতুন করে ফাটল দেখা দেয়। ১৯৫১ সালে নির্মিত ৩০৮ মিটার দীর্ঘ তিলপাড়া ব্যারেজ মূলত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় সেচের জল সরবরাহের জন্য তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন বন্যায় ব্যারেজের ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় ১ অগস্ট থেকে ব্যারেজের ওপর সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে স্থানীয়দের যাতায়াতে চরম অসুবিধা হচ্ছে।' সেচ মন্ত্রী অভিযোগ করেন, ২০১৯ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যারেজ মেরামতির জন্য এক টাকাও দেয়নি, যার ফলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছে।

তিলপাড়া ব্যারাজের জল ছাড়ায় বিপত্তি

জলবন্দি কান্দির তিনটি ব্লকের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: তিলপাড়া ব্যারাজ থেকে জল ছাড়ায় সাতদিন ধরে জলবন্দি হয়ে রয়েছে কান্দি মহকুমার তিনটি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। জলের তলায় চলে গিয়েছে হাজার হাজার একর আমন চাষের জমি। খড়গ্রাম ব্লকে ৩০০ একর তুত চাষের জমি জলের তলায়। খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি, বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর, বৈদ্যনাথপুর, কয়থা, জাওহারি, বড়ঞা, ভরতপুর ব্লকের নতুনগ্রাম, আঙারপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে জল ঢুকেছে। জলবন্দী হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। দুর্গত এলাকায় ত্রাণ না-পৌঁছনোয় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। এদিকে নতুন করে বাবলা নদীর বাঁধ ভেঙে শক্তিপুরে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। কান্দির বিধায়ক তথা বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'কান্দি মহকুমার বন্যা পরিস্থিতির কথা নবান্নে লিখিত জানানো হয়েছে। সমস্যা ও ত্রাণের কথা চিফ সেক্রেটারিকেও জানানো হয়েছে।' জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র বলেন, 'দুর্গত এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু পরিবারকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে।' তিলপাড়া ব্যারাজের ডিভাইডারে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেই ফাটল মেরামতের জন্য ব্যারাজের জলাধার শূন্য করতে তিন দিন থেকে ২৫ হাজার কিউসেক করে জল ছাড়া হচ্ছে। আর তার জেরেই ময়ূরাক্ষী নদী বিপদ সীমার কাছাকাছি বইছে। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে কুঁয়ে, ব্রাহ্মনী, দ্বারকা নদীর জল। আর তার ফলেই কান্দি মহকুমার বড়ঞা, ভরতপুর, খড়গ্রাম ব্লক প্লাবিত হয়েছে। সাতদিন থেকে তিন ব্লকের শতাধিক গ্রামের বাসিন্দা জলবন্দি হয়ে পড়েছেন। বহু গ্রামের মানুষ নৌকো, ডিঙিতেই যাতায়াত করছেন। জলমগ্ন হওয়ায় বন্ধ রয়েছে স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। বন্যাত্রাণ না-পৌঁছনোয় উত্তরোত্তর ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। দুর্গত এলাকার বাসিন্দা অনুপমা হাজিরা বলেন,

'একদিন মুড়ি, বিস্কুট ও শিশুদের জন্য দুধ দেওয়া হয়েছিল। তারপর আর কারও দেখা নেই। অনেকের অভিযোগ সেই প্যাকেটে চাল, ডাল, তেল থাকার কথা। কিন্তু কিছুই পাইনি।' এদিকে আমন চাষের জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কে ভুগছেন চাষিরা। সবজি চাষের জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় সবজি বাজারে আমদানি কমেছে। এদিকে জলের চাপে বাবলা নদীর বাঁধ ভেঙে জল উঠেছে বহরমপুর রামনগর রাজ্য সড়কে। শক্তিপুর এলাকার বহু গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও উদ্বেগ কাটেনি। ক্রামাগত আতঙ্ক বাড়ছে। বন্যা পরিস্থিতি নির্ভর করছে তিলিপাড়া ব্যারাজের উপর। আবার তিলিপাড়া জলাধার নির্ভর করছে ঝাড়খণ্ডে আপার ক্যাচমেন্টের ম্যাসাঞ্জোর ড্যামের ওপর।

'টাকা নিয়ে বাড়তি সুবিধা', সোনামুখী পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুরসভার সুপার মার্কেটে ব্যবসায়ীদের একাংশকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে পুরসভায় বিক্ষোভ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের। যদিও বিজেপির দাবি করা, রাতের অন্ধকারে ব্যবসায়ীদের একাংশকে মোটা টাকার বিনিময়ে বাড়তি সুবিধার অভিযোগ ওড়াল পুরসভা। ঘটনা বাঁকুড়ার তৃণমূল পরিচালিত সোনামুখী পুরসভার।

পুরসভার বাজারে একশ্রেণির ব্যবসায়ীকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হল অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ক্ষোভ এতটাই চড়েছে যে বঞ্চিত ওই ব্যবসায়ীরা পুরসভার গেটের সামনে বসে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ১৯৯২ সাল থেকে ১৭ জন ব্যবসায়ী সোনামুখী পুরসভার সুপার মার্কেটের মধ্যে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি ওই ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেদের দোকানের দেওয়াল ভেঙে রাস্তার দিকে মুখ করে নেওয়ার কাজ শুরু করে। আর এতেই ওই বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ক্ষেপে ওঠেন। তাঁদের দাবি, বাজারের ওই ব্যবসায়ীরা পুরসভার প্রত্যক্ষ মদতে এই কাজ করার ফলে পিছনের দিকে থাকা দোকানগুলির বিক্রিবাটা লাটে উঠবে। ফলে রুজিরুটি হারাবে ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ। অবিলম্বে পুরসভার তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে বঞ্চিত ব্যবসায়ীরা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারী ব্যবসায়ীদের আরও বক্তব্য, গোপনে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে এক শ্রেণির ব্যবসায়ীকে এই অনৈতিক কাজের অনুমতি দিয়েছে পুরসভা। অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে আগামীদিনে লাগাতারভাবে পুরসভা অবরোধ করে রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের দাবি, পুরসভার সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাক বা না পাক, ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশের ব্যবসা চলুক বা না চলুক। রাতের অন্ধকারে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে পুরপ্রধান ও উপ পুরপ্রধান একশ্রেণির ব্যবসায়ীকে এই বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন।' তাঁর অভিযোগ, এনিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ক্রমাগত হুমকির মুখেও পড়তে হচ্ছে প্রতিবাদী ব্যবসায়ীদের। পুরপ্রধান অবশ্য বিধায়কের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'যানজটের সমস্যা মেটাতে পুরসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পুরসভায় জমা দিয়েই এই কাজের অনুমতি পেয়েছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ।'

'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পাণ্ডবেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: হাতেগোনা আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপরেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে যেন পৌঁছে যায় জাতীয় পতাকা। প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তাকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি নেমে পড়েছে ময়দানে। রবিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্যান্য জায়গার মতো পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল ১-এর সভাপতি সবিতা বাগদির নেতৃত্বে পথে নেমে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মতো সারা দেশজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করছেন। সেই মত রবিবার আমরা পাণ্ডবেশ্বর এসে, পাণ্ডবেশ্বর বাজার এলাকার মানুষজনদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিলাম এবং তাদের কাছে আমরা অনুরোধ করলাম তাঁরা যেন বাড়িতে ভারতীয় ঝাণ্ডা তিরঙ্গা উত্তোলন করেন।'

মন্তেশ্বরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে, দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বনাম মন্ত্রীর দ্বন্দ্ব অব্যাহত পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। শনিবার শাসকদলের বিদ্যমান দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় মন্তেশ্বরের ইসনা গ্রামে। পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ-সহ দুই পক্ষের দু'জন জখম হন। তাঁদের ভর্তি করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সংঘর্ষের ঘটনায় দুই গোষ্ঠীই দুই পক্ষের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে। দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। ঘটনায় মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন ইসনা গ্রামের বাসিন্দা কায়েন খান, শাজাহান, খান বশির মণ্ডল। এদিন রবিবার তাদের কালনা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আহত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ লালন শেখকে দেখতে যান বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাঁকে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, 'শনিবার পুলিশ যদি না-থাকত তাহলে লালন শেখকে খুন করে দেওয়া হতো। পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে কুসুম গ্রাম থেকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।' সরাসরি তিনি অভিযোগ তোলেন তৃণমূলে পঞ্চায়েত সভাপতি আহমেদ হোসেনের দিকে। এ ব্যাপারে আহমেদ হোসেনের কাছ থেকে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর অনুগামী তথা মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ লালন শেখ ও মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ আহমেদ হোসেনের অনুগামী সাবির খান বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাবির খানের ছেলে সাহির আহমেদ খানের অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাবাকে ব্যাপক মারধর করা হয়। তাঁর বাবা, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ লালন শেখের দোকান আছে ইসনা মোড়ে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ আহম্মেদ হোসেনের অনুগামী সাবির খান দলবল নিয়ে হঠাৎ দোকানে হামলা করে লালন শেখের ওপর।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দোলাকুড়ি বিওপি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃত ওই বিএসএফ কর্মীর নাম স্বপ্ননীল সুবাস সোনাওয়ানে (৩৯) মহারাষ্ট্রের ধুলের বাসিন্দা। স্বপ্ননীল দোলাকুড়ি ৫৭ নং ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ কর্মী হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। সীমান্তে আলো জ্বালাতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎপৃষ্ট হন তিনি। বিষয়টি নজরে আসতেই তৎক্ষণাৎ বিএসএফ কর্মীরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিএসএফ ও পুলিশের তরফে।

গঙ্গার জল দূষণ রুখতে নিমাইতীর্থ ঘাটে স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্তমান সময়ে জল দূষণ খুবই বিপদজনক পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে জন জীবনে। জলের অপর নাম জীবন কিন্তু দূষিত জলই রোগ জীবাণুর আঁতুড়ঘর। যেমন, গঙ্গা নদীর জল দূষণ দিনদিন বেড়েই চলেছে। জল দূষিত হয়ে বিষাক্ত হচ্ছে নানা কারণে। তার ফলে মানব জীবনে বিশাল ক্ষতির সম্ভাবনা ভাবিয়ে তুলেছে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত, সম্মানিত, আশির্বাদধন্য উপহার স্বরূপ, পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী হয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে, স্বপন দত্ত বাউল গঙ্গার জল দূষণ রুখতে ঘাটে ঘাটে পৌঁছে যাচ্ছেন। হুগলি জেলার শ্যাওড়াফুলি নিমাই তীর্থ ঘাটে বাউল গানে সকলকে সচেতন করলেন তিনি। স্বপন বাউল গানে গানে বলছেন,

'চারিদিকে নর্দমা, ড্রেনের নোংরা জল গঙ্গাতে ফেলা বন্ধ করতে হবে। কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক কেমিক্যালের জল গঙ্গায় ফেলা চলবে না। এছাড়া প্লাস্টিক, পলিথিন, পলিব্যাগ, থার্মকল, আবর্জনা, ময়লা, পরিত্যক্ত বস্তু, ফুল, মালা, মৃত পশু, প্রাণী, মৃতদেহ গঙ্গার জলে ফেলা বন্ধ করতে হবে। জনগণ ও রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন, ও গঙ্গা বাঁচাও কমিটি সচেতন না হলে-গঙ্গা নদীর জল দূষণ রুখতে পারা যাবে না।' নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল স্বপন দত্ত তাঁর গানে, গঙ্গার জল দূষণ মুক্ত করতে উদ্যোত হয়েছেন। এমন মহতী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা দেখে রাজ্যের জনগণ, প্রতিবাদী সমাজ সচেতনের বাউল স্বপন দত্তকে স্যালুট জানান।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

ecoline

ECOLINE EXIM LIMITED

CIN: U51900WB2008PLC127429

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name "Ecoline Exim Private Limited" on July 12, 2008 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Deputy Registrar of Companies, West Bengal with CIN: U51900WB2008PTC127429. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting, held on July 01, 2024 and consequently the name of our Company was changed from "Ecoline Exim Private Limited" to "Ecoline Exim Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated July 26, 2024, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing CIN: U51900WB2008PLC127429. For further details please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 160 of the Draft Red Herring Prospectus.

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

Registered Office: 8, G.C. Ghosh Road, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Tel No: +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/;
Contact Person: Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: SUDARSHAN SARAOGI, SAURABH SARAOGI, SHRADHA SARAOGI, GUNJAL SARAOGI, SL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

"THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE")."

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF 54,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ECOLINE EXIM LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 43,40,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 10,80,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SUDARSHAN SARAOGI; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SAURABH SARAOGI; 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ [●] LAKHS BY SHRADHA SARAOGI , 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ [●] LAKHS BY GUNJAL SARAOGI AND 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY S.L. COMMERCIAL PRIVATE LIMITED (COLLECTIVELY REFFERD AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") OUT OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE [●]% AND [●] % RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND KOLKATA EDITION OF [●], A REGIONAL NEWSPAPER OF KOLKATA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see ***"Offer Procedure"*** beginning on page 296 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 247(2) of the SEBI ICDR Regulations, to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares of face value of 10 each pursuant to the Offer and the Draft Red Herring Prospectus dated August 08, 2025 has been filed with the SME Platform of NSE ("NSE Emerge") on August 08, 2025. The Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, on the website of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company https://ecoline.net.in/. Our Company invites public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM in relation to the offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with NSE Emerge.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 35 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of NSE ("**NSE Emerge**"). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see ***"Capital Structure"*** beginning on page 75 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 160 of the Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the Offer has handled 66 Public Issues in the past three financial years, out of which 2 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	64	2 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER

HEM SECURITIES LIMITED
904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India
Tel. No.: +91- 22- 49060000; **Email:** ib@hemsecurities.com
Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com; **Website:** www.hemsecurities.com
Contact Person: Roshni Lahoti; **SEBI Registration No.** INM000010981

REGISTRAR TO THE OFFER

MUFG
MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
(Formerly known as Link Intime India Private Limited)
C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli, (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 810 811 4949;
Investor Grievance Email: ecolineexim.smeipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopal Krishnan; **SEBI Registration No.:** INR000004058

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer,
Tel No: +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

For Ecoline Exim Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sonum Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: August 08, 2025

Disclaimer: Ecoline Exim Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on August 08, 2025. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company https://ecoline.net.in/. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 35 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ায় আতঙ্ক

দ্রুত বিকল্প সেতু নির্মাণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ক্রমশ বিপদজনক হয়ে উঠছে আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতু। কালীপুর-পল্লীশ্রীর মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর এই রামকৃষ্ণ সেতু গড়ে উঠেছে। শনিবার রাতে হঠাৎ করেই ওই রামকৃষ্ণ সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দে সেতুর গার্ডওয়াল সহ-পাকার ফুটপাত ভেঙে পড়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। যদিও গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটায় মানুষের জীবনহানি ঘটেনি। খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে লোহা দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় অংশটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে রাত ১২টা নাগাদ। আরামবাগ মহকুমাবাসীর অনেক দিনের দাবি ছিল, রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প আরও একটি সেতু নির্মাণের। কিন্তু তা হয়নি। স্থানীয়দের বক্তব্য, বার বার এই সেতুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষার পরও প্রশাসন কেন আগে থেকে কোনও পদক্ষেপ নিলো না? যদিও আরামবাগের পিডব্লুডি ইঞ্জিনিয়ার অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'এর আগে বহুবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তখন বিপদজনক কিছু পাওয়া যায়নি। হঠাৎ রাতে ঘটনা ঘটছে। আমরা হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি। ওনারা এসে সেতুটি দেখ বেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, পাঁচটি জেলা-সহ আরামবাগ মহকুমার মানুষের যোগাযোগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাকার ব্রিজ। পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার মানুষ এই রামকৃষ্ণ সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। উল্লেখ্য, বহু দশক আগে এই সেতুটি তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সেতুর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় প্রশাসন থেকে মাঝেমধ্যেই দেখা যায় সংস্কারের কাজ করতে। তারই মাঝে সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন আরামবাগের মানুষ। বড়সড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেও প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে। দিনের বেলা হলে বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তার দায় কে নেবে? এলাকার মানুষের দাবি এই রামকৃষ্ণ সেতুটির ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকা। সেতুটির পরিস্থিতি দেখে ফের নতুন বিকল্প একটি সেতু তৈরির দাবি তুলছে আরামবাগবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা রোহিত মণ্ডল বলেন, 'নতুন করে এই ব্রিজটি সংস্কার করে লাভ নেই। নতুন ব্রিজ হলে কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবে। বার বার মেরামত করার পড়েও ব্রিজ ভেঙে পড়ছে। রাতে ঘটনা ঘটায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।' হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। আমরা উচ্চপ্রশাসনে জানাচ্ছি। যাতে দ্রুত ব্রিজটির সংস্কার হয়।' অপরদিকে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'আমি বার বার বিকল্প সেতুর দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী বলছেন ব্রিজের স্বাস্থ্য ভাল আছে। আর ওই দপ্তরের সচিব আরামবাগে এসে বলে যাচ্ছেন স্বাস্থ্য ভাল নেই। বিকল্প সেতুর প্রয়োজন আছে। তাহলে কার কথা বিশ্বাস করবো। আসলে তৃণমূল সরকার মানেই ভাঁওতাবাজ আর মিথ্যাবাদীর সরকার। আমরা অবিলম্বে বিকল্প নতুন সেতুর দাবি জানাচ্ছি।' সবমিলিয়ে এখন দেখার আরামবাগবাসী-সহ ছয় জেলার মানুষের স্বার্থে নতুন ব্রিজ তৈরি করা হবে, নাকি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আবারও তাপ্পি দিয়ে সংস্কার হবে।

সিআইডির জালে পোস্ট মাস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর পোস্ট অফিসে গ্রাহকের ১২ লক্ষ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতের নাম বিদ্যুৎ সুর। রবিবার মাধবডিহি থানার অন্তর্গত বুলচন্দ্রপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি জামালপুর পোস্ট অফিসে পোস্টাল এসিস্ট্যান্ট পদে কাজ করতেন। ২০২১ সালে জামালপুরের বাসিন্দা সুরজিৎ পাল পোস্ট অফিসের টিডিএস স্কিমে ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এক বছরের জন্য জমা রাখেন। তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসার জন্যই প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা পোস্ট অফিসে জমাও করেছিলেন বলে জানান তিনি। পরে ছয় মাস পর টাকা তুলতে গেলে সুরজিৎবাবুকে জানানো হয় পোস্ট অফিসে তাঁর নামে কোনও টাকা জমা পড়েনি। এক বছরের মেয়াদকালে ২০২২ সালে সেই টাকা ম্যাচিওর হওয়ার কথা ছিল। টাকার প্রয়োজন হওয়ায় সুরজিৎবাবু ছয় মাস পরেই পোস্ট অফিসে টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারেন পোস্ট অফিসে তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনোও টাকা জমা পড়েনি। তিনি জানতে পারেন তার নামে একাধিক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এরপরই জামালপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেন সুরজিৎবাবু। বর্ধমান আদালতের সিজেএম কোর্টে মামলাটি ওঠে। পোস্ট মাস্টারের বিরুদ্ধে জাল নথি তৈরি ও অর্থ আত্মসাতের ধারায় মামলা রুজু করা হয়। বিচারক পুলিশকে দ্রুত তদন্ত কারবার করার নির্দেশ দেন। তারপরেও কোনোও সুরাহা না হওয়ায় শেষমেষ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। চলতি বছরে মার্চ মাসে এই তদন্তের দায়ভার গ্রহণ করে সিআইডি। এর আগে এই ঘটনায় পোস্ট অফিসের একজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন ঘটনার তদন্তে পোস্ট অফিসের পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত বিদ্যুৎ সুরকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি।

মানিকচকের বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গার গ্রাসে

ত্রাণ ও আশ্রয়ের দাবিতে সরব বানভাসিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একদিকে মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। অপরদিকে রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। দুটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় গঙ্গার জল ঢুকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। রবিবার সকাল থেকেই ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে পড়ে অসন্তোষ ছড়িয়েছে শতাধিক বানভাসী মানুষদের মধ্যে। দ্রুত ত্রাণ ও নতুন আশ্রয়ের দাবি করেছেন ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বানভাসী মানুষেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ও দক্ষিণ হুকুমতটোলা, ঈশ্বরটোলা, কামালতিপুর এলাকায় গঙ্গার জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে। পাশাপাশি রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর, রতনটোলা, মনিরামটোলা, বিলাইমারি, কান্তটোলা এলাকার অধিকাংশ জায়গা প্লাবিত হয়েছে। দুটি ব্লকের প্রায় ৫০০ পরিবার বানভাসীর পরিস্থিতির মুখে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই অবস্থায় এখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী মেলেনি বলে বানভাসী অধিকাংশ পরিবারগুলি অভিযোগ।

মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বাসিন্দা রাকিব শেখ, মহম্মদ জাফর শেখদের বক্তব্য, 'এই অঞ্চলের চারটি গ্রাম জলের তলায়। গোপালপুরকে এক মাত্র রক্ষাকারী মাটির বাঁধ ছুঁয়ে ফেললো গঙ্গার জল। সমগ্র গোপালপুরের প্রায় ৫০০ বাড়ি জলের তলায়। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে জলের মধ্যে থাকলেও প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধানের কোনও হুঁশ নেই। বাড়িতে রাখা শুকনো খাবার ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। শৌচালয়, জলের কল সবই জলের তলায়। খাওয়ার, পানীয় জল ও বাসস্থানের খুবই প্রয়োজন।'

রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনটোলা গ্রামের বাসিন্দা লালচাঁদ মন্ডল, পুতুল মণ্ডলদের বক্তব্য, 'বাড়ির মধ্যে কোমর সমান জল। কোনরকমে ঘরের আসবাবপত্র অন্যত্র সরাতে পেরেছি। যত্রতত্র সাপ, পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গবাদি পশুদের খাওয়ার দিতে পারছি না। পানীয় জলের তুমুল সংকট দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনওরকম সহযোগিতা পাওয়া যায়নি।' মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মঞ্জু রায় এবং মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সাকিরুদ্দিন শেখ বলেন, 'যে কয়টি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেগুলি জায়গায় মানুষদের চলাচলের জন্য বড় নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে নিয়ম করেই বানভাসীদের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতির কথা জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'ওই দুই ব্লকের গঙ্গার জলস্তরের বৃদ্ধির ওপর নজর রয়েছে। তুলনামূলক বন্যা পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। কিছু অসংরক্ষিত জায়গায় জল ঢুকেছে। ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনকেও পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বজ্রপাতে মৃত্যু বাড়ছে, সচেতন করতে উদ্যোগী মহিলা শিল্পীরা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বাঁকুড়া

জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেই চলেছে। প্রতি বছর এপ্রিল থেকে অগাস্ট জেলায় অনেকের মৃত্যু হয় বাজ পড়ে। মৃতের অধিকাংশই শ্রমজীবী, কৃষক ও শিশু কিনবা কিশোর। এই মৃত্যুর মূল কারণ সচেতনতার অভাব। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল থেকে ৭ অগাস্ট পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকেই। এই মৃতদের মধ্যে ২০ বছরের মধ্যে রয়েছে ৫ জন। বজ্রপাতে মৃত্যু আটকাতে কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারের মহিলাদের সচেতন করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন পরিবেশবাদী মহিলা শিল্পীরা। সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন জায়গায় গানে, নাটকে ও নাচে প্রচার চালাতে দেখা যায় তাঁদের।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে জেলায় বজ্রপাতে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৩০ এপ্রিল। এদিন বজ্রপাতে মারা যান বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন সানাবাঁধ গ্রামের সোনু লোহার (১৯) ও অভি বাগদী (১৩)। জানা যায়, তাঁরা দুপুরে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সময় স্থানীয় এক পুকুরে স্নান করতে যান। সেই সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় তাঁদের। আবার চলতি বছরই গত ১২ মে সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় দু'জনের। এই মৃতদের নাম ক্ষেত্রমোহন মাল (৮৫) ও তপন বাউড়ি (৪৬)। প্রথম জন বাঁকুড়া সদর থানার গোপীনাথপুর এবং দ্বিতীয় জন গঙ্গাজলঘাটির ভক্তাবাঁধ গ্রামের বাসিন্দা। এদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করে বজ্র-সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ওই সময় তাঁরা রাস্তায় ছিলেন। অন্যদিকে চলতি বছরই গত ১৯ মে বজ্রাঘাতে মারা যান প্রিয়া গড়াই (১২) ও আহত হন তাঁর বাবা প্রশান্ত গড়াই। সিমলাপালের পার্শ্বলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পচাপাথর গ্রামের ঘটনা। সেই রাতে ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হচ্ছিল। প্রশান্তবাবু তাঁর স্ত্রী, মেয়ে প্রিয়া ও শ্যালকের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে শুয়ে ছিলেন। আচমকা অ্যাসবেস্টরের চালায় বজ্রপাত হয়। এতে তড়িদাহত হয়ে জ্ঞান হারান প্রশান্ত বাবু এবং তাঁর মেয়ে। বাবা এবং মেয়েকে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা প্রিয়া গড়াইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই বছরই গত ২৬ মে দুপুরে বজ্রাঘাতে মারা যায় শ্রাবন্তী ভুঁইয়া (৯) ও আহত হন আরও দু'জন। হুগলির ফুলুই গ্রাম থেকে কালীপুজো উপলক্ষে মামাবাড়ি বাঁকুড়ার কোতুলপুরের কোয়ালপাড়ায় এসেছিল শ্রাবন্তী। এদিন দুপুরে মামাবাড়িতে খাওয়ার পর দুই আত্মীয়ের সঙ্গে বাড়ি লাগোয়া একটি নলকূপে হাত ধুতে যায় শ্রাবন্তী। হাত ধোয়ার সময় আচমকাই বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই শ্রাবন্তী-সহ তিন জন লুটিয়ে পড়েন। এতে শ্রাবন্তীর মৃত্যু হয়। এরপর গত ৪ জুলাই বাঁকুড়ায় ৫ জায়গায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৮ জনের। এদিন দুপুরে আকাশ কালো করে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়

বাঁকুড়ায়। এসময় বজ্রপাতে মোট ৮ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন অনেকে। সব থেকে বেশি মৃত্যু ঘটেছে ওন্দা ব্লকে। ওন্দাতে এদিন বজ্রপাতে মৃত্যু হয় চার জনের।

কামারকাটা গ্রামের নারায়ণ সর (৪৮), কল্যাণী রামকৃষ্ণপুরে তিলকা মাল (৪৯) ও মাকড়কোন্দা ভাদুলডাঙা গ্রামের জবা বাউড়ি (৩৮) ও ছাগুলিয়ায় আরও এক মহিলা প্রতিমা রায় (৩২) নামে তিন মহিলার মৃত্যু হয়। এদিন ইন্দাস থানার বাঙালচক এলাকায় মৃত্যু হয় শেখ ইসমাইল মণ্ডল (৬০) এবং আহত হন বুলটি বাগদী নামের এক মহিলা। কোতুলপুর থানার খিরি গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউল হক মোল্লা (৫০) মারা যান এবং গুরুতর আহত হন আসপিয়া মোল্লা। এদিন পাত্রসায়ের থানার কাঁটাবন উদয়পল্লি স্কুল সংলগ্ন এলাকার জীবন ঘোষ (২০) ও জয়পুর ব্লকের খ ড়িকাশুলি গ্রামের উত্তম ভুঁইয়া (৩৮) মারা যান। গত ৫ আগস্ট বাঁকুড়ায় ফের বজ্রপাতে মৃত্যু হয় দুই ব্যক্তির। এদিন সন্ধ্যায় জেলায় বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়। এতে ইন্দাস থানার পলাশী গ্রামের রাজু বাগদী (৫৫) ও পাত্রসায়ের থানার পাটিত গ্রামের জয়ন্ত মণ্ডল (৬৩)-এর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এরা দু'জনেই মাঠে ধান লাগাচ্ছিলেন।

তাই বজ্রপাতে জীবনহানি আটকাতে সম্প্রতি বাঁকুড়ার মানকানালি এলাকায় মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক যৌথ উদ্যোগে এনভারনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের মহিলা শিল্পীদের বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার জন্য করনীয় বিষয়গুলি নিয়ে গান ও নাটক তৈরি ও মত বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লকের শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। মানকানালি, জুনবেদিয়া, মাকুড়গ্রাম ও বেলবনি ইত্যাদি এলাকায় এই মহিলা শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও জনবহুল জায়গায় গানের মাধ্যমে প্রচার করতে দেখা যায়। বিশিষ্ট লোকশিল্পী সংগীতা বিশ্বাস ও নাট্যশিল্পী একতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'এখনও পর্যন্ত জেলার ওন্দা, কোতুলপুর, ইন্দাস, জয়পুর, গঙ্গাজলঘাটি, সিমলাপাল ও পাত্রসায়ের থানা এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কোতুলপুর, ইন্দাস ও পাত্রসায়েরে একাধিক বার এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই এই এলাকাগুলিতে প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে।' একতা আরও জানান, তাঁর নির্দেশনায় ইন্দ্রদেবের রাজত্বে নাটক দেখানো হচ্ছে। মাকুড়গ্রামের অনিতা পাত্র, তনুশ্রী ব্যানার্জী, অযোধ্যার মুনমুন কর্মকার, জয়কৃষ্ণপুরের ললিতা ভট্টাচার্য্য বলেন, 'কালো মেঘে বৃষ্টি হলে কিনবা তাপমাত্রা দ্রুত কমলে এবং মেঘ ওপরের দিকে ছুটছে। এমন হলে সেটা বজ্রপাতের পূর্ব লক্ষণ। এসময় উঁচু জায়গায়, ফাঁকা মাঠে, ধাতব জিনিসের স্পর্শে, জলাশয়ে বা উঁচু গাছের নিচে থাকা ঠিক নয়। বাড়ির মতো নিরাপদ জায়গার ভেতরে ঢুকে যাওয়া দরকার, এটা বুঝতে পেরেছি আমরা। এনিয়ে সংগীতা দির কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের গান ও একতাদির কাছ থেকে নাটক ও গীতি আলেখ্য শিখেছি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের বাঁকুড়া-সহ বিভিন্ন জেলায় পরিবেশন করতে পারবো।' বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'বজ্রাঘাতে আহত অথবা মৃত্যুর ক্ষেত্রে বজ্রপাতের সতর্কতা মানা হয়নি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক সেই পরিবেশ সুরক্ষার সংস্কৃতি চর্চা বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। এই কর্মশালা তারই অংশ।'

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপশ্রী ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৫.০৯.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা(গণ) : ক) শ্রী গোপীনাথ গিরি, পিতা শ্রী হরেকৃষ্ণ গিরি খ) শ্রী বিট্টু গিরি পিতা শ্রীঈ গোপীনাথ গিরি, উভয়ের ঠিকানা : গ্রাম : ঝারবোনি, পো : আমলাগোরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, গড়বেতা ৭২১১২১। জামিনদাতা : শ্রী অসীম সেন, পিতা রাধানাথ সেন, ঠিকানা : গ্রাম : তালডাঙড়া, পো : ফতেসিংপুর, থানা : গড়বেতা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর,পিন : ৭২১১২১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ০৪ ডেসিমেল, মৌজা : ঝারবোনি, জেএল নং ৪৮৯, এলআর খতিয়ান নং ৪০৫/২, আরএস খতিয়ান নং ১২৭/৩, প্লট নং ৪২২/৬৮১। দলিল নং ৪১৫৫/২০০৮, বুক নং ১, সম্পত্তি গোপীনাথ গিরি, পিতা হরেকৃষ্ণ, : গ্রাম : ঝারবোনি, পো : আমলাগোরা, থানা : গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১২৭। সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত।	৭৫,৬৫,০০০.০০ টাকা (পঁচাত্তর লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ২৫.০৪.২০২৪ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ। পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৮.০৯.২০২৫ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ক) ৬১,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ৬,১৫,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১১.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৮.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি রুক্কিয়া খাতুন স্বামী মহ ইরসাদ আয়ুব, ঠিকানা : ৪বি, তপশিয়া রোড, তিলজলা, কলকাতা : ৭০০০৩৯, এবং বানতলা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২০৫, দোতলা, ব্লক বি, পোদরা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া : ৭১১১০৯। শ্রী মুস্তাক আহমেদ (জামিনদাতা) ঠিকানা : ৮এ, কুষ্টিয়া রোড, রেডিয়েন্ট, স্কুল কমপ্লেক্স, তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯ এবং ৮ই, তপশিয়া রেডা, কলকাতা -৭০০০৩৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট রুম/ইউনিট নং ২০৫, তিনতলায়, ব্লক -বি, এক সহ চার (জি-৪) তলা ভবনে নাম পরিচিত বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট, এরিয়া ১০০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিন তলায়, তিন বেডরুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি ইত্যাদি অবস্থিত মৌজা : পোদরা, আরএস দাগ নং ৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১২,এলআর দাগ নং ৬০৮,এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৩, হাল খতিয়ান নং ৩৩৪৪, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯ জেলা : রেজিস্ট্রি অফিস : হাওড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০৪। পূর্বে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : প্রবেশপথ, লিফট, সিঁড়ি এবং সকলের ব্যবহারের স্থান। সম্পত্তি রুকিয়া খাতুন এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৩১২১-২০১৭ সালের, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএস আর হাওড়া। সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত	২২,১১,৫৭৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা) ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৩.০৭.২০২৪ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ। পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.০৮.২০২৫	ক) ২৫,৫৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৫,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০
১.	ঋণগ্রহীতা : মহ তাসনিম নাসির খান, পিতা নসিমুদ্দিন খান, ২৮৩/এ/৩, বেলিলিয়াস রোড, খানা সাহেব কুঠীর নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১। এবং ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং ৩০২, ৪র্থতলে, ব্লক -এ, মল্লিক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : পোদরা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া : ৭১১১০৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং ৩০২, চতুর্থতলে, ব্লক এ, পরিমাণ আনুমানিক ১৫৩১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ , চার বেডরুম, দুই বাথ রুম প্রিভি সহ , এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন রুম এবং দুই বারান্দা ইত্যাদি ফ্ল্যাট চতুর্থতলে মল্লিক অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনে , সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৬৩, এলআর দাগ নং ৬০৭, আরএস খতিয়ান নং ৪৮,এলআর খতিয়ান নং ২৫৮১, ২৫৮০, ২৫৭৭, ২৫৭৮, ২৫৭৯, মৌজা : পোদরা, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন কোড : ৭১১১০৯, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস রানিহাটি, জেলা : হাওড়া, এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -১, হাওড়া এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সু বিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার। ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৩০৩। সিঁড়ি এবং লিফট। সম্পত্তি মহ তাসনিম নাসির খান-এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৫০৯৫-২০১৮ সালের, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৬০৫০৬ থেকে ১৬০৫৫২, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর-১ হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত	৪৭,০৭,৫৮৬.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাত হাজার পাঁচশ ছিয়াশি টাকা) ১৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৪.২০২৪ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ। পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.০৮.২০২৫	ক) ৪১,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৪,১৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১১.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিউ আলিপুর, কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১২.০৯.২০২৫** তারিখে **১,৬৬,০৭,৫০৫.০০ টাকা** (এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা মাত্র) ০৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি ০৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিউ আলিপুর, কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** এর পাওনা আছে **মেসার্স রোশনি জরিওয়ালা টেক্সটাইল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা)**, গ্রাম - নন্দভাঙ্গা, পোঃ - কাঙ্গনবেরিয়া, থানা - বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন - ৭৪৩ ৫০৩, এবং **আরও ঠিকানা-** গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নাজাহারী, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩, এবং **আরও ঠিকানা-** গাজিপুর, পোঃ - জেট্টার পাড়া, নাহাজারি, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ - এর থেকে। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স রোশনি জরিওয়ালা টেক্সটাইল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম - নন্দভাঙ্গা, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, থানা - বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন- ৭৪৩ ৫০৩। এছাড়াও- গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নাহাজারি, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। এবং এছাড়াও- গাজিপুর, পোঃ - জেট্টার পাড়া, নাহাজারি, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩ ৩৭৭ ২. জনাব রহমতুল্লাহ শেখ (জামিনদার/বন্ধকদাতা) পিতা - মৃত ইসমাইল শেখ। গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নাহাজারি, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। এছাড়াও- গাজিপুর, পোঃ - জেট্টার পাড়া, নাহাজারি, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ । ৩. জনাব জাবিউল্লা শেখ (জামিনদার), পিতা - মৃত ইসমাইল শেখ গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নাহাজারি, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। এছাড়াও- গাজিপুর, পোঃ - জেট্টার পাড়া, নাহাজারি, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ । ৪. মিসেস আখিতারা বিবি (জামিনদার), স্বামী - রহমতুল্লাহ শেখ গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নাহাজারি, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। এছাড়াও- পোঃ - জেট্টার পাড়া, নাহাজারি, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ । ৫। জনাব হাবিবুল হাসান শেখ (জামিনদার/বন্ধকদাতা) পিতা - মৃত ইসমাইল শেখ। গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নাহাজারি, পোঃ - কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। এছাড়াও- গাজিপুর, পোঃ - জেট্টার পাড়া, নাহাজারি, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ । খ) শাখা: নিউ আলিপুর শাখা, কলকাতা	জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-নন্দভাঙ্গা গ্রাম, পরগনা - মাগুরা, জে.এল. নং ৪২, তৌজি নং ১৪, সাবেক দাগ নং ২২৬১, সাবেক খতিয়ান নং ৪৫৫, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির এলাকার পরিমাপ ৪ ও ১/৪ শতক । চৌহদ্দি:- উত্তরে- নির্মল কুমার মণ্ডলের জমি দ্বারা, দক্ষিণে- সরকারি ড্রেন ও রাস্তা দ্বারা, পূর্বে- কাশীনাথ মণ্ডলের জমি দ্বারা, পশ্চিমে- সুশীল জানার জমি দ্বারা। জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-নন্দভাঙ্গা গ্রাম, পরগনা - মাগুরা, জে.এল. নং ৪২, তৌজি নং ১৪, সাবেক দাগ নং ২২৬১, সাবেক খতিয়ান নং ৪৫৫, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির এলাকার পরিমাপ ৪ ও ১/৪ শতক । চৌহদ্দি:- উত্তরে- দাগ নং ২২৬২ ও ২২৬৩-এর জমি দ্বারা, দক্ষিণে- দীনেশ রাউথের জমি দ্বারা, পূর্বে- দাগ নং ২২৬৪-এর জমি দ্বারা, পশ্চিমে- হাবিবুর হাসান শেখ-এর জমি দ্বারা। জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-নন্দভাঙ্গা গ্রাম, পরগনা - মাগুরা, জে.এল. নং ৪২, তৌজি নং ১৪, আর.এস. দাগ নং ২২৬৪, এল.আর. দাগ নং ২২৬৬, সাবেক খতিয়ান নং ৩৮৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৬০, ১২৬৭, ৪৯, ১৫৩৬, ৫২৬, ২০, ১২০২, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির এলাকার পরিমাপ ৩৫ ও ১/২ শতক। চৌহদ্দি:- উত্তরে- দাগ নং ২২৬৫-এর জমি দ্বারা, দক্ষিণে- দাগ নং ২২৬১, ২২৬২, ২২৬৩-এর জমি দ্বারা, পূর্বে- দাগ নং ২২৬৪-এর জমি দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২২৬৫ দ্বারা।	১,৬৬,০৭,৫০৫.০০ টাকা (এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা মাত্র) ০৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি ০৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ	ক) ১,১৯,১৮,০০০.০০ টাকা (*) (এক কোটি ঊনিশ লক্ষ আঠারো হাজার টাকা মাত্র) খ) ১১,৯১,৮০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ একানব্বই হাজার আটশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50172209639A ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ০৯.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১২.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিশ্বের কোনও দেশই ভারতকে রুখতে পারবে না: রাজনাথ সিং

রাইসেন, ১০ অগাস্ট: বিশ্বের কোনও দেশই ভারতকে রুখতে পারবে না, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার মধ্যপ্রদেশের রাইসেনে এক অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ভারতের উন্নয়নের গতিতে খুশি নন। তাঁরা এটা পছন্দ করছেন না। 'সবকে বস তো হাম হ্যায়', ভারত এত দ্রুত গতিতে কী ভাবে উন্নতি করছে? আর অনেকেই চেষ্টা করছেন, ভারতীয়দের হাতে তৈরি জিনিসপত্র, সেই সব দেশের তৈরি জিনিসপত্রের চেয়ে বেশি দামি হয়ে উঠুক, যাতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে, বিশ্ব সেগুলো কিনতে না পারে। এই প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু ভারত এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি যে, এখন বিশ্বের কোনও শক্তি ভারতকে বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠা থেকে আটকাতে পারবে না।' কারও নাম না-করলেও, ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই নিশানা করেছেন রাজনাথ সিং। রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কথা বলতে গেলে, আপনি জেনে খুশি হবেন যে এখন আমরা ২৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করছি। এটিই ভারতের শক্তি, এটিই নতুন ভারতের নতুন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র এবং রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।' রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'সন্ত্রাসীরা এখানে এসে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে মানুষকে হত্যা করেছে। আমরা এটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা কাউকে তাদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে হত্যা করব না, তাদের কর্ম দেখে তাদের হত্যা করব, এবং আমরা তাদের হত্যা করেছি। সীতাজি যখন লঙ্কায় ছিলেন, তখন রাবণ তাঁকে অপহরণ করেছিলেন। হনুমানজি যখন সেখানে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি তাণ্ডব চালিয়েছিলেন, এবং যখন তিনি সীতাজির কাছে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, হে হনুমান! তুমি কী করছ? লঙ্কায় এত তাণ্ডব কেন করছ? কেন এত লোককে মেরেছ? হনুমানজি খুব বিনয়ের সঙ্গে বসেছিলেন এবং হাত জোড় করে সীতাজিকে বলেছিলেন, হে মাতা, জিন মোহি মারা, তিন মাই মারে। যারা আমাদের লোকেদের হত্যা করেছে, আমরা তাদের হত্যা করেছি।'

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর নামে দু'টি ভোটার কার্ড, দাবি তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ১০ অগস্ট: বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহার নামে রয়েছে দু'টি ভোটার কার্ড। এমনটাই দাবি করলেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। রবিবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহার দু'টি এপিক নম্বর আছে। তা-ও দু'টি ভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে। একটিতে বয়স ৫৭ বছর এবং অন্যটিতে বয়স ৬০ বছর। এটি নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ্লিকেশনে অনলাইনে রয়েছে। নতুন ভোটার তালিকা, যা সমস্ত দলের জেলা সভাপতিকে দেওয়া হয়েছে, তাতেও রয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'তা হলে এখন কে এতে জালিয়াতি করছে? জনগণের জানা উচিত। কেবল দু'টি বিষয় হতে পারে। হয় নির্বাচন কমিশনের এসআইআরের পুরো প্রক্রিয়াটি জালিয়াতি অথবা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী একজন জালিয়াত। এই দু'টি বিষয়ই হতে পারে।'

তেজস্বী যাদব প্রশ্ন তুলেছেন, 'এখন প্রশ্ন হল, নির্বাচন কমিশন অথবা পাটনা জেলা প্রশাসন এবং লখিসরাই জেলা প্রশাসন কি উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাকে নোটিশ পাঠাবে? বিজয় সিনহার বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে? বিজেপি গণতন্ত্র এবং সংবিধান ধ্বংস করছে। আমরা অনেকবার বলেছি, এসআইআর-এর মধ্যে এটাই বড় জালিয়াতি। মামলাটি আদালতেও রয়েছে এবং আমরা কী ধরনের জালিয়াতি চলছে, তার পূর্ণ প্রমাণ-সহ আদালতে আমাদের মামলা উপস্থাপন করব। এখন, এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে যে এসআইআরের পরেও বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর নাম দু'টি জায়গায় ভোটার তালিকায় রয়েছে। এমনকী, সংশোধনের পরেও এবং এমনকী পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধনের পরেও। কত বড় জালিয়াতি চলছে তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই।'

'অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য স্বচ্ছ তালিকা অপরিহার্য'

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য স্বচ্ছ ভোটার তালিকা অপরিহার্য, এমনটাই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ রাহুল গান্ধি লিখেছেন, 'ভোট-চুরি হল 'এক ব্যক্তি, এক ভোট'-এর মূল ধারণার ওপর আক্রমণ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা অপরিহার্য।' নির্বাচন কমিশনের কাছে রাহুলের আর্জি, 'নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি স্পষ্ট- স্বচ্ছ হোন এবং ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রকাশ করুন, যাতে মানুষ এবং দলগুলো তা নিরীক্ষা করতে পারে।'

অ্যামাজনের ভুয়ো অফিস খুলে প্রতারণা, ধৃত ৫

নাসিক, ১০ অগস্ট: অ্যামাজনের ভুয়ো অফিস খুলে দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছিলেন একদল যুবক। রবিবার সকালে সেখানে হানা দিয়ে পাঁচ জনকে পাকড়াও করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। রবিবার মহারাষ্ট্রের নাসিকে ঘটনাটি ঘটেছে। আরও এক অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। রবিবার সকালে নাসিকের একটি রিসর্টে আচমকা হানা দেন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। ওই রিসর্টে 'অ্যামাজন টেকনিক্যাল সাপোর্ট সেন্টার' নামে একটি অফিস চালাতেন কয়েকজন যুবক।

ন্যায় পৌঁছনো উচিত জনতার দরবারে, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

গুয়াহাটি, ১০ অগস্ট: 'শুধু শাসক ও ক্ষমতাবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা নয়, 'ন্যায়' পৌঁছনো উচিত জনতার দরবারে', রবিবার গুয়াহাটি হাইকোর্টের ইটানগর বেঞ্চের নয়া ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তিনি বলেন, 'বিচার বিভাগ, আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ সকলের কাজ জনগণের সেবা করা।'

এই নয়া ভবনের উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি সর্বদা বিকেন্দ্রীকরণের সমর্থক। আমি মনে করি, ন্যায়বিচার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছনো উচিত। আদালত, বিচার বিভাগ, আইনসভা, কোনও শাসক শ্রেণি বা কর্মকর্তাদের জন্য নয়, আমরা সকলেই এখানে জনগণের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য আছি।' পাশাপাশি, ওই সভা থেকে অরুণাচল রাজ্যের প্রশংসা করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'অরুণাচলের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রশংসনীয়। এখানে ২৬টি প্রধান উপজাতি এবং ১০০টিরও বেশি উপ-উপজাতি রয়েছে। এখানকার সরকার সকলের সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে।' এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, 'দেশের অগ্রগতি একান্ত কাম্য, তবে তা কখনই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল্যে নয়।'

এই মঞ্চ থেকে নিজের মণিপুরের ত্রাণ শিবির সফরের কথাও উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তিনি বলেন, 'সেখানে যাওয়ার পর একজন মহিলা আমায় বলেছিলেন, আপনার নিজের বাড়িতে আপনাকে স্বাগত।' সেই রেশ ধরে জানান, 'এটাই আমার দেশ। এই ভারত আমাদের সকলের বাড়ি।' আদিবাসীদের মন্তব্য তুলে ধরে প্রধান বিচারপতি জানান, 'প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য, সংবিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। আমাদের প্রথম আনুগত্য হওয়া উচিত সংবিধানের প্রতি।'

ভারতকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান রাহুল গান্ধি, তোপ নিশিকান্তের

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর অভিযোগ, ভারতকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান রাহুল গান্ধি। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'লোকসভার দলনেতা রাহুল গান্ধি এই দেশকে বাংলাদেশ বানাতে চান। নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে তিনি যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে তাঁকে বুঝতে হবে যে এখানে নির্বাচন বাংলাদেশি ভোটারদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে না। রাহুল গান্ধি জানেন না যে, রাজীব গান্ধি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন নির্বাচন কমিশনার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বসতেন। রাহুল গান্ধি সেই বিদেশি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো শক্তিশালী নেতৃত্ব চান না।'

বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিংয়ের বক্তব্যের বিষয়ে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'সেনাবাহিনী রাজনৈতিক নয়।

ময়দান

সাধারণ মানুষের দরবারে বিক্রি হচ্ছে লর্ডসের পিচ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে লর্ডস মানেই আবেগ, ইতিহাস আর গৌরবের এক অনন্য মঞ্চ। এখানেই ১৯৮৩ সালে কপিল দেবের হাতে উঠেছিল ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ ট্রফি। এখানেই ২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট সিরিজ জিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জার্সি ওড়ানোর ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিলেন। এমন এক মাঠের অংশ যদি সত্যিই নিজের করে নেওয়া যায়, তা হলে কেমন লাগবে? ঠিক এই স্বপ্নই জাগিয়ে তুলেছে লর্ডসের মালিক মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)।

এমসিসি সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, সাধারণ মানুষের জন্য লর্ডস পিচের টুকরো বিক্রি করা হবে। মাত্র ৫০ পাউন্ড (প্রায় ৫,০০০ টাকা ভারতীয় মুদ্রায়) দিয়ে কিনে নেওয়া যাবে পিচের ১.২ মিটার বাই ০.৬ মিটার আকারের একটি অংশ। আগে শুধু ২৫ হাজার ক্লাব সদস্যই এমন কিছু পাওয়ার সুযোগ পেতেন। এবার সেই সুযোগ মিলছে সাধারণ মানুষেরও। তবে শর্ত, আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বিক্রি হবে এই বিশেষ স্মারক।

এমন সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে এমসিসি জানিয়েছে, লর্ডসের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিক্রির মোট অর্থের ১০ শতাংশ যাবে এমসিসি ফাউন্ডেশনে, যা তরুণ ও প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের উন্নয়নে কাজ করে। বাকি অর্থ সরাসরি স্টেডিয়ামের উন্নয়নের কাজে ব্যয় হবে। কর্তৃপক্ষের মতে, ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রায় দুই দশক ধরে লর্ডসে বড় ধরনের সংস্কার হয়নি। মাঠের আউটফিল্ড নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানা অভিযোগ উঠেছে। ফলে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ব্যাপক সংস্কারের কাজ। নতুন করে তৈরি হবে পিচ, যার জন্য মাঠের উপরের ১৫ মিলিমিটার মাটি তুলে ফেলা হবে। এই কাজ চলাকালীনও ম্যাচ আয়োজন অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে খেলাধুলায় বিরতি না পড়ে।

লর্ডসের প্রধান মাঠকর্মী কার্ল ম্যাকডারমট জানিয়েছেন, তাঁর পূর্বসূরি মিক হান্টের সময় মাঠ নতুন করে তৈরি করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগত, আর খেলা বন্ধ থাকত। কিন্তু এখন ম্যাচের চাপ অনেক বেশি হওয়ায় তেমন দীর্ঘ বিরতি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁরা চেষ্টা করবেন দ্রুত ও কার্যকর পদ্ধতিতে মাঠকে নতুন করে ক্রিকেটের উপযোগী করে তুলতে।

সব মিলিয়ে, লর্ডসের ইতিহাসের এক টুকরো হাতে পাওয়ার এই সুযোগ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক বিরল অভিজ্ঞতা হতে পারে। যাঁরা পিচের এই অংশ কিনবেন, তাঁদের জন্য এটি হবে শুধু একটি স্মারক নয়, বরং, ক্রিকেট ইতিহাসের সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দেওয়ার গর্বের বিষয়। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা বোধ হয় কোনও প্রকৃত ক্রিকেট ভক্তের পক্ষেই সম্ভব নয়।

পুলিশের আমিলের কাছে ইস্ট-মোহনের অফার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগের গ্রুপ এ-র শীর্ষে রয়েছে পুলিশ এসি দল। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দুই প্রধানকেই হারিয়েছে তারা। ইস্ট-মোহনের বিরুদ্ধে পুলিশের জয়ের নায়ক মহম্মদ আমিল নইম। সেই আমিলের কাছেই অফার এসেছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের রিজার্ভ দলের।

আসানসোলের ২১ বছর বয়সী আমিল গত বছর খেলেছেন কালীঘাট এমএস-এর হয়ে। তেমন সুযোগ পাননি। এই বছর পুলিশ এসির কোচিং স্টাফরা আমিলের মতো প্রতিভাকে খুঁজে নিয়ে আসেন। সুযোগ দেন পুলিশ এসির দলে। পুলিশ দলের সঙ্গে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে আমিলের।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ
লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ এর ধারা ১৩(৩) এবং লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৭ অনুযায়ী আবেদন

বিষয়ঃ লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ এর ধারা ১৩(৩) অনুযায়ী NAVEEN SAREE KENDRA LLP, যার নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত ১৯/৩ যাদব ঘোষ রোড, সারসুণা এলসি-১০০/৬/১১, সারসুণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬১ – আবেদনকারী।

সাধারণ জনগণকে এ দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে উক্ত LLP "NAVEEN SAREE KENDRA LLP" লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ এর ধারা ১৩(৩) অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-এর নিকট নিবন্ধিত কার্যালয় পরিবর্তনের অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন করতে চলেছে। প্রস্তাবিত পরিবর্তন অনুযায়ী LLP এর নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ" রাজ্য থেকে "উত্তর প্রদেশ রাজ্য, জেলা বারাণসী, ঠিকানা: বি ২০/৪৪-এ-এন, ভেলুপুর, বারাণসী - ২২১০১০"- তে স্থানান্তর করার প্রস্তাব রয়েছে।

যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ উক্ত প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হতে পারে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তাঁর আপত্তি সমর্থনকারী হলফনামাসহ রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ-এর নিকট হস্তান্তর বা নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করতে পারবেন। আপত্তির কপি LLP এর উপরোক্ত নিবন্ধিত ঠিকানাতেও প্রেরণ করতে হবে।

পক্ষে – নবীন শাড়ি কেন্দ্র এলএলপি
সুনীল কুমার কাপুর
মনোনীত অংশীদার
DIN - 03066216
ঠিকানা – বাড়ি নং ৮, জওহার নগর এক্সটেনশন কলোনি, মাহমুরগঞ্জ, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ - ২২১০১০, ভারত

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
মোকাম আলিপুরের ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট জজ মাননীয় প্রথম সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, আলিপুর
লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
কেস নং ২ অফ ২০২৩

রণদীপ মিত্র, পিতা মৃত প্রদীপ মিত্র মাতা দেবযানী মিত্র, সাং ৩৩১, কলগেট ওয়ে ফ্রিহোল্ড এন জে ০৭৭২৮ **...আবেদনকারী**

আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত আবেদনকারী কলকাতার ইউকো ব্যাঙ্ক সাউদার্ন এ্যাভিনিউ শাখায় অবস্থিত একটি ব্যাঙ্ক লকারের সেফ ডিপোজিট লকার নং ৭/২৬ এবং কলকাতার ইউকো ব্যাঙ্ক, সাউদার্ন এ্যাভিনিউ শাখায় অবস্থিত সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নম্বর ০৭৯৭০১১০০০২৩৬০ তে গচ্ছিত মূল্য ৩,৫৪,০২৫.৯৩ টাকা এই সম্পর্কিত একটি প্রশাসনিক মামলা দায়ের করিয়াছেন। এই লকারটি মৃত **শ্রী প্রদীপ মিত্র** এবং **শ্রীমতি দেবযানী মিত্র**, সাং ১৬, রসা রোড, সেকেন্ড লেন, ফ্ল্যাট -৩ বি, থানা চারু মার্কেট, কোলকাতা-৭০০০৩৪, এর নামে রয়েছে এবং আবেদনকারী তার অধিকার পাইবার জন্য উপরোক্ত মামলা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করিবার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অথবা আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইয়া এই বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে ।

অনুমত্যানুসারে
সুশান্ত সাহা
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রীক্ট জাজেস কোর্ট,
আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
২৮/৭/২৫

আইসিসির পোস্টারে নতুন জল্পনা, '২৭ বিশ্বকাপে কি নেতা হিটম্যান?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের ক্রিকেটে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। ইংল্যান্ড সফরের আগে তিনি লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এর ছয় মাস আগে 'হিটম্যান' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকেও বিদায় নেন। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, রোহিত কি ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বে থাকবেন? এর উত্তর এখনও নিশ্চিত নয়। তবে সম্প্রতি আইসিসির একটি পোস্টার সেই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পরের বছর ইংল্যান্ডে টিম ইন্ডিয়া খেলবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ম্যাচ ১৪ জুলাই এজবাস্টনে, দ্বিতীয় ম্যাচ ১৬ জুলাই, আর তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১৯ জুলাই। এর আগে ১ জুলাই থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আইসিসি এই দুই সিরিজের প্রচারে একটি পোস্টার প্রকাশ করেছিল, যেখানে হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে দেখা যায় রোহিত শর্মার ছবি। যেহেতু তিনি টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন, তাই সিরিজের পোস্টারে তাঁর উপস্থিতি অনেককেই বিস্মিত করেছে।

পোস্টারে রোহিতের ছবি থাকায় ধারণা করা হচ্ছে, অন্তত আগামী বছর ওডিআই ফরম্যাটে তিনি ভারতের অধিনায়ক হিসেবে খেলবেন। যদিও আইসিসি পরে পোস্টারটি সরিয়ে নিয়েছে, তবু এর মধ্যেই সমর্থক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁদের মতে, এটা হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রোহিতকে এখনই ওডিআই নেতৃত্ব থেকে সরানোর কোনও পরিকল্পনা নেই।

ইংল্যান্ড সফরের আগে ভারতের নতুন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরও রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'পারফর্ম করতে পারলে বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র।'

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৮.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
ক্রম নং ১
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৮.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৮৩.১৬ লাখ টাকা (০২.১২.২০২৪ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **অ্যাবকে ট্রেডিং কোম্পানি, ডিরেক্টরগণ : শ্রী মনোজ আগরওয়াল, শ্রী গিরিধারি লাল আগরওয়াল, শ্রীমতী নমিতা আগরওয়াল এবং শ্রীমতী বিনা আগরওয়াল, জামিনদাতা : অর্জুন লাল কয়াল, কর্পোরেট জামিনদাতা : অ্যাবকে ট্রেডস প্রা. লি.** রেজি অফিস - ১২এ, রাওডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, গোডাউন - ৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ১১তম তল, পো. প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **৩০,১১,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **৩,০১,১০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এক অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৫২৮ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬০ বর্গফুট) (যেমন আছে ভিত্তিতে) জি-১০ তলা ভবনে ১১শতম তলে ৪ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, পো : প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, থানা : বউবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৬, কেএমসি অধীন, **দলিল নং ০২২২১ তারিখ ০৩.০৩.২০০৫, সম্পত্তি আবকে ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭১৫৫৪৭৫৪৭৭) এর নামে।**
দায়বদ্ধতা : হাই কোর্ট মামলা নং ১৬৩-২০২৪, রক্ষণবেক্ষণ ফি : ৮৯,০৫২.০০ টাকা।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৮.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯০৫১০৩৩৩৬৭
ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন
তারিখ : ১১.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১
পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.০৮.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** ২৮.০৮.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১০৭,১৫,৮৮,৩৩০.০০ টাকা (একশ সাত কোটি পনের লাখ অষ্টআশি হাজার তিনশ তিরিশ টাকা) টাকা এবং ০৫.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রিফর্ম ফেরো কাস্ট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস নউপালা, বাগনান - ২, হাওড়া - ৭১১৩০৩ **এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী বসন্ত সাহা,** পিতা প্রয়াত কেশবজি সাহা, ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(খ) শ্রী শক্তি অধিকারী** পিতা বিশ্বনাথ অধিকারী, ২৮/১, ডি রোড, বামনগাছি, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ **(গ) শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ,** ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(ঘ) শ্রী জিগনেশ শেঠিয়া** ৫, সুইং বিল্ডিং, মার্ভ রোড, মালাড (প), মুম্বই - ৪০০০৬৪ **(ঙ) ইউ কে সিমেন্ট প্রা. লি.** ৪৩, মতি সিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ **(চ) মেসার্স সৈল্যান্ড ডেভলপার্স প্রা. লি.** ৪৩, মতিসিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৮.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ আনুমানিক ৫.৭২ একর এবং তদস্থিত ভবন, শেড এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বামুনাড়া, জেএলনং ৫৮, এলআর দাগ নং ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৭, ১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯৭-১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭, খতিয়ান নং ২৯৬৩, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বামুনাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, পো : পানাগড় বাজার, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান (পূর্বতন বর্ধমান)। **সম্পত্তি মেসার্স ইউকে সিমেন্ট প্রা লি** এর নামে- ৪৩ মোতিশীল স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৩ দলিল নং ১-৫২২৬-২০১০ সালের এবং ১-৭২২৬-২০০৯ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দুটি পুকুর; দক্ষিণে : মেসার্স শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; পূর্বে : শ্রী ওয়ারিশ পিয়া স্টিল কোম্পানি এবং নবরাজ ইস্পাৎ প্রা লি; পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কমপ্লেক্স রোড। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	৮,৪১,০০,০০০.০০ টাকা	৮৪,১০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
২	জমি অবস্থিত মৌজা : নওপালা,জেএল নং ২৫, বাগনান-২ পঞ্চায়েত সমিতি অধীন, গ্রাম এবং পো : নওপালা, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, **সম্পত্তি বসন্ত সাহা এর নামে, দলিল নং ১-২৯৬/২০০৬, প্লটের এরিয়া : ৫৩৮.৬১ শতক। চৌহদ্দি :** উত্তরে: ওয়েস্টবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির জমি ; দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ এবং রিফর্ম ফেরো কাস্ট প্রা লি এর প্লট; পশ্চিমে : শিব ব্রিক ফিল্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জমি; পূর্বে :ইরিগেশন রোড (বাঁধ)। **(ব্যাঙ্কের কার্যকরী দখলীকৃত)।**	৯,২১,০০,০০০.০০ টাকা	৯২,১০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।
তারিখ ঃ ১১.০৮.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৮.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২৮.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৬৩.০৭ লাখ টাকা (০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী)** এবং চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **এনআই ফিশারিশ অ্যান্ড ট্রেডিং, স্বত্বাধিকারী : মহ. নজরুল ইসলাম,** শ্রী কৃষ্ণপুর, বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৮ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **১৬,৭১,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **১,৬৭,১০০.০০ টাকা** ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা।**
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৯ ছটাক ৩৩ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : উত্তরহাট, জেএল নং ৭৮, পরগনা : আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ২৬৪, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৬৩৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৭ এবং ৪৭৫, আরএস দাগ নং ১২৯৮, এলআর দাগ নং ২৭৬৪, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ১১, একদিল শাহ রোড (পূর্ব) বারাসত পুরসভা অধীন, থানা : বারাসত, এডিএসআরও বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৮, পৃষ্ঠা ৪৭ থেকে ৫৪, **দলিল নং ২৫৪৮-২০০১ সালের,** সম্পত্তি **মহ নজরুল ইসলাম** এর নামে।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৮.২০২৫ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫
ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@ psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন
তারিখ ঃ ১১.০৮.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

আরোগ্য

উচ্চতর স্বাস্থ্য প্রশাসনের নজরে আসুক

শূন্যপদে ব্রাত্য অসংরক্ষিত আওতাভুক্ত অপারেশন থিয়েটার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টরা

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পরিবার ও স্বাস্থ্য কল্যাণ দফতরের অধীনে বিভিন্ন পরিসরের ১১৮৮ টি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট এবং ফার্মাসিস্ট পোস্টে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে, যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছে অনেকেই একইসাথে অনেকগুলো যদি, কিন্তু রেখে গেল এই বিজ্ঞপ্তির অন্তর্ভুক্ত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিসরে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিটি। সেখানে যথাক্রমে ২১৩টি এবং ১৪টি পদে নিয়োগ উল্লিখিত হলেও নেই কোনো অসংরক্ষিত পদে নিয়োগ, সবটুকুই সংরক্ষিত পদে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। রাজ্যে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি বিভাগে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি প্রায় ২২টি কলেজে এবং হাসপাতালে ৪৩৯টি সিটে গ্র্যাজুয়েশন পড়তে প্রতিবছর ৫০শতাংশ হারে অসংরক্ষিত পদের জন্য প্রায় ২২০জন শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। একইসাথে ডিপ্লোমা পরিসরেও প্রায় সমস্ত সরকারি ও নামজাদা বেসরকারি হাসপাতালে আনুমানিক সমসংখ্যক শিক্ষার্থী অসংরক্ষিত পদে প্রশিক্ষিত হতে ভর্তি হয় এবং রাজ্যে গত ২০২১ সালের পরে এই এত বড় নিয়োগ হতে চলেছে অর্থাৎ ২০২১-২৪ এই চার বছরে ১৭৬০ জন অসংরক্ষিত পদের শিক্ষার্থীরা যদি উত্তীর্ণ হয় তাদের একেবারে ব্রাত্য করে দেওয়ার বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আরও বিশদে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে যাতে তারা হতোদ্যম না হয়। গত ২০২১ সালে যে নিয়োগটি হয়েছিল তাতে ৫৬৬টি অপারেশন থিয়েটার টেনোলজিস্ট পদে ২৯৩টি অসংরক্ষিত পদের কথা উল্লিখিত থাকলেও অসংরক্ষিত পদের চাকরিপ্রার্থীদের তুলনায় সংরক্ষিত পদের ৬১জন চাকুরীপ্রার্থী ((ঋ -২০, ঞ্জক্ষঙ্খ ঙ-১১ এবং ঞ্জক্ষঙ্খ ঙ্ক-৩০) বেশি নম্বর পেয়ে চলমান নিয়মানুযায়ী অসংরক্ষিত পদে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সংরক্ষিত স্থানেও নম্বরভিত্তিক তাদের বাকিদের রাখা হয়। বিশ্লেষণ করলে অসংরক্ষিত পদে তারা নিজস্ব পরিসরে ২৩২ জন নিয়োজিত হয়, বাকিটা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী সংরক্ষিতদের দিয়ে পূরণ করা হয়। তাতেও সর্বমোট ৫৬৬টি সিটের মধ্যে ২১৩টি সিট নির্দিষ্ট নম্বরের অপ্রাপ্তিতে ফাঁকা থেকে ৩৫৩জনের নিয়োগকার্য সম্পন্ন হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সবটুকু দিক বিশ্লেষণ করে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি পরিসরের সকল অসংরক্ষিত পদের সমর্থ চাকুরীজীবীদের কথা মাথায় রেখে উক্ত যে ৬২জনকে নিয়ে অসংরক্ষিত পদের জায়গা ভরাট করা হয় নূন্যতম সেই জায়গাটুকু এবারে অসংরক্ষিত পদের চাকুরীজীবীদের জন্য ছাড়া উচিৎ ছিল কারণ শুরুতেই উল্লিখিত প্রায় ১৭৬০ জন অসংরক্ষিত পদের অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট বিগত চার বছরে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিষয়টির আরও তাৎপর্য্য রয়েছে কারণ যেখানে রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে নার্সিং এবং ডাক্তারি প্রায় নিঃখরচায় পড়ানো হয় সেখানে সরকারি হাসপাতালে গ্র্যাজুয়েশন মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের তিন বছরে প্রায় ৬০ হাজার টাকা বা তার অধিক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত হতে আনুমানিক ৫-৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হয় যাদের অধিকাংশ অভিভাবকেরা অতি কষ্টে সেই অর্থ একটা সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ব্যয় করে, বরাদ্দ নেই কোনও সাম্মানিক ভাতা একবছরের কম্পালসারি ইন্টার্নশিপে যারফলে হাসপাতালগুলো বিনা পয়সায় তাদের যথেচ্ছ ভাবে খাটিয়ে নেয়। ডিপ্লোমা খাতে প্রশিক্ষিত হতে কিছুটা কম অর্থ হলেও অন্ততপক্ষে ৫০ হাজার টাকা প্রতিটি অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা ব্যয় করে। অবশ্যই একই পর্যায়ভুক্ত সংরক্ষিত চাকুরীজীবীদের পরিসর তাহলে সেক্ষেত্রে একেবারে শূন্যপদ বরাদ্দ অসংরক্ষিত পদের দাবীদার অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের হতোদ্যম করতে বাধ্য।

একই ছবি ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও উঠে এসেছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্বাস্থ্য পরিসরের উল্লেখযোগ্য আরও একটি বিভাগ যেখানেও অসংরক্ষিত পদে শূন্য নিয়োগ এবং সংরক্ষিত পদে সার্বিক ১৪ জনকে নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত হতে তাদেরও একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। জেলা, মহকুমা বহু জায়গায় সংকটাপন্ন সাধারণ মানুষ শুধু একটু ভালোভাবে চিকিৎসা পাওয়ার আশায় শহরের সরকারি হাসপাতালে আসার পথে মারা যায়, এরমধ্যে প্রসূতি মায়েরাও থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় অত্যাধুনিক মানের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগ তৈরি হয়ে পড়ে থাকলেও শুধুমাত্র যথেচ্ছ পরিমাণ প্রশিক্ষিত ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের অভাবে সেখানে সরকারি যন্ত্রপাতি সহ পরিকাঠামো নষ্ট হচ্ছে তাই এই ১৪ জনের নিয়োগ এই পরিসরে যথেষ্ট নয়।

উচ্চতর স্বাস্থ্য প্রশাসন নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও কাউন্সিলের তরফে প্রতিবছর উত্তীর্ণ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের একটা সংখ্যা পরিমাপ করার অনুমান রাখতে পারে যা এই সংক্ষিপ্ত পরিগণনায় উঠে আসে সেই সংখ্যা উচ্চতর স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে সম্ভবত নির্দিষ্ট ছিল না অতএব একটা বিরাট যোগাযোগ স্থাপনের অভাব প্রকট হয়েছে। শুধু তাই নয়, এমন কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাত্র এক বা দুজন অপারেশন থিয়েটার ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট কর্মরত হয়ে আছে যারা নিয়মিত ছুটিটুকুও পায় না, সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো হয় তাদের দিয়ে অতএব এই দুই পরিসরে অসংরক্ষিত বিভাগে আরও নিয়োগ এই সমস্যা থেকে কিছুটা রেহাই দিতে পারে। বিষয়টি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্তাদের নজরে আসুক এবং এই বিশালাকায় হতাশা থেকে রাজ্যের যুব প্রজন্মের মুক্তির পথ খুলে যাক আর সার্বিকভাবে উপকৃত হবে রাজ্যের আধুনিক প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য পরিসর।

মসুর, মুগ, ছোলা নাকি মাষকলাই

কোন ডাল আপনার জন্য কত উপযোগী

ডালকে বলা হয় 'গরিবের প্রোটিন'। এ দেশের মানুষের পাতে প্রতিদিনের জন্য ডাল জায়গা করে নিয়েছে। তবে ডালের প্রোটিন 'সেকেন্ড ক্লাস' প্রোটিন। ডালে প্রোটিনের পাশাপাশি কার্বোহাইড্রেটসহ গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ও খনিজ উপাদান আছে।

ডাল খেলে রক্তের শর্করা দ্রুত বাড়ে না। ডালে কিছু গুড ফ্যাট থাকে, যা খুবই উপকারী। ফাইবার,সমৃদ্ধ হওয়ায় পেটের পীড়া নিরাময় করে। ডাল রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

নানা প্রকারের ডাল পাওয়া যায়। সব ডালে পুষ্টিমান এক নয়। প্রোটিনের পরিমাণও ভিন্ন। আবার সব ডাল সবার জন্য উপযোগী না,ও হতে পারে।

মাষকলাই ডাল

প্রোটিন ও ভিটামিন বির সমৃদ্ধ উৎস মাষকলাইয়ের ডাল। এই ডাল হজমশক্তি বাড়ায়, দেহে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। শরীরে শক্তি বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে দারুণ কার্যকর।

মসুর ডাল

মসুর ডাল আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি১, বি২ ও বি৩-এর মতো প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মসুর ডালে ২৩ শতাংশ প্রোটিনের পাশাপাশি থাকে প্রায় ৫৯ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট।

মুগ ডাল

মুগ ডালে ২৪ শতাংশ প্রোটিনের পাশাপাশি প্রায় ৬২ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থাকে। অন্যান্য ডালের চেয়ে ফ্যাটের পরিমাণও কিছুটা বেশি। উচ্চ ক্যালরির পাশাপাশি ফাইবারও কিছুটা বেশি থাকে, যা হৃদ্ রোগীদের জন্য উপকারী।

ছোলার ডাল

ছোলায় প্রায় ১৮ শতাংশ প্রোটিন, ৬৪ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট ও গুড ফ্যাট থাকে। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন ই, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়ামের ভালো উৎস।

খেসারির ডাল

খেসারির ডালে প্রায় ২৩ শতাংশ প্রোটিন থাকে। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। ব্যথা ও অরুচিতে এই ডাল বেশ কার্যকরী।

অড়হর ডাল

আগে অড়হর ডালের বেশ প্রচলন থাকলেও এখন এটি বেশ কম পাওয়া যায়। প্রোটিন ও ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এই ডাল কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে খুবই কার্যকর।

সতর্কতা

কিডনির রোগীদের পরিমিত পরিমাণে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর প্রোটিন সীমিত করতে ডাল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে ছোলার ডাল, মটরের ডাল, মাষকলাইয়ের ডাল ও অড়হর ডাল খাবেন না। এগুলো উচ্চ পিউরিন, সমৃদ্ধ। মসুর ডাল ও মুগ ডাল পাতলা করে রান্না করে খাওয়া যাবে। যেকোনো ধরনের বাতের ব্যথায় ডাল খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। হজমে সমস্যা থাকলে মসুর ডাল খাবেন না। আইবিএসের রোগীরা অনেক সময় ডাল সহ্য করতে পারেন না। রাতের খাবারে ডাল খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে। খেসারির ডাল বেশি খেলে ল্যাথারিজম নামক একধরনের রোগ হতে পারে।

নবজাতককে আইসিইউতে রাখার দরকার পড়ে কখন

এনআইসিইউ হাসপাতালের একটি বিশেষ নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র, যেখানে জন্মের পর থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত অসুস্থ নবজাতককে বিশেষ চিকিৎসার জন্য রাখা হয়। সাধারণত, হাসপাতালে শিশুদের ও বড়দের আইসিইউ আলাদা থাকে। নবজাতকদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এটি পরিচালিত হয়।

যেসব নবজাতককে রাখতে হয়

- জন্মের সময় ওজন খুবই কম (আড়াই কেজির কম)।
- সময়ের আগেই জন্ম (৩৭ সপ্তাহের আগে)।
- জন্মের পর নবজাতকের শ্বাসকষ্ট।
- জন্মের পরপর কান্না না করা বা ঠিকমতো শ্বাস না নেওয়া।
- গুরুতর জন্ডিসে আক্রান্ত অথবা অন্য জীবাণু সংক্রমণ।
- বিভিন্ন রকমের জন্মগত ত্রুটি বা জটিলতা।
- কোনো কারণে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়লে।

আইসিইউতে চিকিৎসা পদ্ধতি

নবজাতককে আইসিইউতে রাখা হলে মা-বাবা স্বাভাবিকভাবেই ভড়কে যান। ভাবেন, ভেতরে কি-না-কি হচ্ছে আবার। যেসব নবজাতক সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করে (প্রিম্যাচিউর), ওজন কম হয় ও শ্বাসকষ্ট বা অন্য জটিলতা থাকে, তাদের আইসিইউর ওয়ার্মার বা ইনকিউবেটরে রাখা হয়। এতে নবজাতকের শরীরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক আছে কি না, তা সব সময় পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনমতো দেওয়া হয় অক্সিজেন। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইসিইউতে নেওয়া নবজাতকদের বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া হয়। যেসব নবজাতকের জন্ডিস গুরুতর, তাদের জন্য ফটোথেরাপির ব্যবস্থা করা হয়। শিশুর জন্মগত ত্রুটি থাকলে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন পড়ে। রক্তে জীবাণু সংক্রমণ বা শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে দেওয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক।

কত দিন রাখতে হয়

যদি নবজাতকের অসুস্থতা জটিল না হয়, তাহলে আইসিইউতে নেওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো নবজাতকের ক্ষেত্রে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এটা নির্ভর করে জন্মের সময় ওজন ও শারীরিক জটিলতার ওপর। আইসিইউতে নেওয়ার পর সাধারণত প্রথম দু-এক দিন নবজাতকের হজমশক্তি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে মায়ের দুধ শুরু করা হয়। পাশাপাশি স্যালাইন চলতে থাকে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে অবস্থা বুঝে সরাসরি বুকের দুধ টেনে খেতে দেওয়া হয়। জন্মের সময় শিশুর কোনো সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিলে ভবিষ্যতে শিশুর পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর যদি সময়মতো ও সঠিক চিকিৎসা না দেওয়া হয়, তাহলে জটিলতা হতে পারে।

রক্তে সিসার মাত্রা বেড়ে গেলে কী ধরনের স্বাস্থ্য-সমস্যা দেখা দিতে পারে

রক্তে সিসা থাকলে কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে? আর করণীয়ই-বা কী?

রক্তে অতিমাত্রায় সিসার কারণ

সিসানির্ভর শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেমন লেড-অ্যাসিড ব্যাটারি উৎপাদন ও রিসাইক্লিং কারখানা, সিসা গলানোর কেন্দ্র দূষণের মূল উৎস। এ ছাড়া বাড়ির ভেতরে ধূমপান, ধূলিকণা, সিসাযুক্ত প্রসাধনী ও রান্নার পাত্র থেকেও শিশুদের শরীরে সিসা ঢুকছে। আরও আছে সিসাযুক্ত বিভিন্ন রং, যা ঘরের বিভিন্ন অংশ রং করতে, শিশুদের খেলনায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া সিসার পানির পাইপ থেকেও পানির মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

রক্তে সিসা থাকলে কী হতে পারে

শরীরে খুব অল্প মাত্রায় সিসার উপস্থিতিও দীর্ঘ মেয়াদে অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলতে পারে, বিশেষত শিশু এবং অন্তসত্ত্বা নারীদের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিশুদের মস্তিষ্কের ওপর এর স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব। উচ্চমাত্রায় সিসার উপস্থিতি কিডনিতেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অতি উচ্চমাত্রায় সিসা শিশুর খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

অন্তঃসত্ত্বা নারী অতিরিক্ত সিসার প্রভাবে জন্ম দিতে পারে অপরিণত ও কম ওজনের সন্তান। কারও কারও ক্ষেত্রে গর্ভপাত বা মিসক্যারেজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা যায়। কখনো কখনো মৃত সন্তান প্রসব হতে পারে উঁচু মাত্রায় সিসার প্রভাবে।

কীভাবে প্রকাশ পায়

অনেক ক্ষেত্রেই সিসার বিষক্রিয়া প্রথম দিকে ততটা বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে শিশুদের মধ্যে প্রভাবগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন;

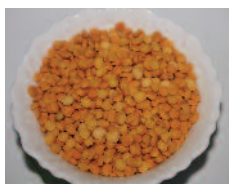

- শিশুর বিলম্বিত বিকাশ
- শিখন অক্ষমতা বা লার্নিং ডিজঅ্যাবিলিটি
- বিরক্তিভাব
- আচরণগত সমস্যা
- অতিচঞ্চলতা, অমনোযোগিতা
- ক্ষুধামান্দ্য
- ওজন হ্রাস
- দুর্বলতা
- কাজে ধীরগতি
- পেটে ব্যথা
- বমিভাব বা বমি হওয়া
- রক্তশূন্যতা
- কোষ্ঠকাঠিন্য
- খিঁচুনি
- খাদ্যদ্রব্য নয়, এমন জিনিস খাওয়ার প্রতি আসক্তি
- বড়রা ভুগতে পারেন উচ্চরক্তচাপ, মাথাব্যথা, অমনোযোগিতা, মাংস কিংবা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, পেটে ব্যথা, এমনকি বন্ধ্যত্বের মতো সমস্যায়।

করণীয়

শ্বাসের সঙ্গে, খাবারের মাধ্যমে, দূষিত মাটি বা ধূলিকণা দিয়ে এবং এমনকি গর্ভাবস্থায় মায়ের প্লাসেন্টা থেকেও সন্তানের শরীরে সিসা প্রবেশ করে। সিসা থেকে বাঁচতে হলে এর মূল উৎসগুলো বন্ধ করতে হবে সবার আগে।

সিসার বিষক্রিয়া থেকে শিশুকে বাঁচাতে সবার আগে শিশুকে সিসার উৎসগুলো থেকে দূরে সরাতে হবে। বিপজ্জনক কারখানায় শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। এ জন্য সরকার, সমাজকর্মী, পরিবার;সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ঘরের রঙের ক্ষেত্রে সিসাযুক্ত রঙের ব্যবহার কমাতে হবে, পানি ব্যবহারের আগে কমপক্ষে এক মিনিট আগে ট্যাপ চালু করে ব্যবহার করতে হবে। শিশুর হাত, খেলনা, বোতল বারবার পরিষ্কার করে ধুতে হবে, বাইরে থেকে এসে ব্যবহার করা কাপড় ছেড়ে গোসল করতে হবে। শিশুকে বাইরে নিয়ে গেলে মাস্ক পরাতে হবে। শিশুকে আয়রন, ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার দিতে হবে। এতে শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।